বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জনগণের জন্য আবাসন এবং জীবিকায়ন প্রকল্প

Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL)

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ESRM)

ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

মার্চ, ২০২৩ এ সংশোধিত

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

১.০ পরিচিতি

বাংলাদেশ বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে স্বীকৃত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি মূলত দেশের ভৌগলিক এবং আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কারণে। একদিকে, কোভিড-১৯ মহামারী এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে দেশটি তার বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখতে নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে; অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তন গ্রামীণ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার উপর আরও চাপ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ সরকার এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন-কে এসডিজি বাস্তবায়নে অন্যতম প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) তার মূল কার্যক্রম (গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এন্টারপ্রাইজ উন্নয়ন, সক্ষমতা) ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবেলায় সরকারকে সহায়তা করার জন্য গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF) এর ডাইরেক্ট এ্যাক্রিডেটেড এন্ট্রিটি (DAE) হিসাবে কাজ করছে। উক্ত ফান্ডের কার্যক্রমের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য, পিকেএসএফ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ESMF) প্রণয়ন করেছে। ESMF-এর অন্যতম কার্যকারিতা হল প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রনয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাবগুলি চিহ্নিত করা এবং তা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা। প্রস্তাবিত প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রস্তুত করাও GCF-এর একটি শর্ত। ESMF " বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জনগণের জন্য আবাসন এবং জীবিকায়ন (RHL)" প্রকল্পের অংশ হিসাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

১.১ ESMF এর উদ্দেশ্য

পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা (ESMF) এর উদ্দেশ্য হল প্রকল্পের কার্যক্রম (প্রয়োজন এবং গুণমান উভয় ক্ষেত্রেই) বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশগত বা সামাজিক ব্যবস্থাপনার প্রভাব নিরূপন করা। এই ESMF টি পিকেএসএফ এর পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা (ESS) নীতিমালা এবং GCF এর সুরক্ষা নীতি এবং বাংলাদেশ সরকারের নীতি, আইন এবং নিয়মগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ESMF পরিবেশগত স্থায়িত্বের লক্ষ্যে অবদান রাখবেঃ এছাড়াও এই ESMF টি

- প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলির পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে এবং
- কম্যুনিটি পর্যায়ে উদ্ভূত যে কোনও নেতিবাচক পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাবগুলি হ্রাস করবে; এবং
- কম্যুনিটির উপর নির্ভরশীল প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস সুরক্ষিত করে প্রস্তাবিত প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা প্রদান করবে।

আরো সুস্পষ্টভাবে, এই ESMF এর উদ্দেশ্যগুলি হলঃ

- প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব চিহ্নিত করা।;
- একটি পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা, এবং
- পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য একটি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

১.২ পদ্ধতি

ESMF প্রস্তুত করার জন্য নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- ESS ধারণার জন্য RHL প্রকল্প প্রস্তাবনা পর্যালোচনা;
- নীতি এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এমন পরিবেশগত ও সামাজিক নির্ণায়ক এবং দিকগুলি নির্ধারণের জন্য প্রাথমিকভাবে বাছাই এবং চূড়ান্ত বাছাই করা;
- পরিবেশগত ও সামাজিক উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ জন্য ইতোপূর্বে এ বিষয়ে প্রকাশিত দলিল/ডকুমেন্ট পর্যালোচনা এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ;
- সুবিধাভোগী/ ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়সহ অংশীজনদের সাথে বৈঠক এবং সংগ্রহিত তথ্যের সঠিকতা যাচাই;

- প্রকল্প/ উপ প্রকল্প কার্যক্রমের সম্ভাব্য প্রভাব পর্যালোচনা এবং সম্ভাব্যতা যাচাই;
- বিভিন্ন ES ডকুমেন্ট প্রস্তুতের ক্ষেত্রে মনিটারিং পদ্ধতি, অংশীজনদের অংশগ্রহণ এবং মত প্রকাশ, অভিযোগের প্রতিকার এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সহ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের নিয়ম ও প্রবিধানগুলি অনুসরণ করার রূপরেখা প্রদান;

১.৩ RHL প্রকল্পের বর্ণনা

এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জনগণের জন্য জলবায়ু সহনশীল আবাসন এবং জীবিকায়নে কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোজন কার্যক্রমে অর্থায়ন করা হবে। পিকেএসএফ হল প্রকল্পের মুল বাস্তবায়নকারী সংস্থা (EE)। পিকেএসএফ -এর কমপক্ষে ১৫ (পনের) টি সহযোগী সংস্থা (POs) সহযোগী বাস্তবায়নকারী সংস্থা বা (IEs) হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। IEs নির্বাচন করা হবে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং তহবিল প্রস্তাবে বর্ণিত পূর্ব-নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে।

প্রকল্পের প্রাথমিক লক্ষ্য হল টেকসই জীবিকার এবং জলবায়ু সহনশীল আবাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন করা। প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে প্রকল্পটি নিম্নলিখিত ফলাফল অর্জন করবে:

১. বৈরি আবহাওয়া থেকে সম্পদ এবং জীবনের ঝুঁকি হ্রাস করবে;
২. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি থেকে জীবিকায়নকে সুরক্ষা দেবে;
৩. কমিউনিটি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান দ্বারা মানসম্মত জলবায়ু পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেবে;

প্রকল্পের কম্পোনেন্ট এর সারাংশ /ফলাফল

কম্পোনেন্ট/ফলাফল ১: বৈরি আবহাওয়া থেকে সম্পদ এবং জীবনের ঝুঁকি হ্রাস করবে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে উপকূলীয় অঞ্চলের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি পরিবার বৈরী আবহাওয়া যেমন তীব্র বৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিঝড়, ঝড় জলোচ্ছ্বাস এবং উপকূলীয় বন্যা ইত্যাদির কারণে ঝুঁকিতে রয়েছে। জীবিকা বজায় রাখার জন্য, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি জলবায়ু সহনশীল আবাসন নির্মাণে সহায়তা প্রদান করবে। প্রকল্পের অধীনে জলবায়ু সহনশীল আবাসনের নিমার্ণের ক্ষেত্রে বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস প্রবণ এলাকায় বসতবাড়ির জন্য বসতভিটা উচুঁকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সংশ্লিষ্ট বিরূপপ্রভাব মোকাবেলায় (যেমন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, উপকূলীয় বন্যা) কংক্রিট স্তম্ভসহ ঘর নির্মাণ অথবা পুনর্গঠন করবে। জলবায়ু সহনীয় স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মাণ, বৃষ্টির পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা, বসতবাড়িতে সবজি বাগান করার ব্যবস্থা এবং বসতবাড়ি এলাকার চারপাশে বৃক্ষরোপণ করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির জলবায়ু সহনশীল দীর্ঘস্থায়ী আবাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বর্ষা-পরবর্তী সময়ে প্রতি বছর বাড়ি মেরামতের জন্য তাদের আয়ের একটা বড় অংশ ব্যয় করতে হয়।

কম্পোনেন্ট/ফলাফল ২: SLR/ঝড়বৃষ্টি এবং লবণাক্ততার প্রতি জীবিকার টেকসহিতা বৃদ্ধি

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, পানি ও মাটিতে লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা এবং উপকূলীয় বন্যার কারণে উপকূলীয় জনসংখ্যার একটি বড় অংশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এগুলি কৃষি, লোনা জলজ চাষ এবং খোলা পানির মাছ চাষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি সৃষ্টি করে। ইউএনডিপির একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, খুলনা ও সাতক্ষীরায় বসবাসকারী জনসাধারণের মধ্যে যথাক্রমে ১৬ এবং ৩৫ শতাংশ মানুষ অত্যন্ত দরিদ্র, যেখানে অতি দারিদ্রের জাতীয় গড় ১২.৯ শতাংশ। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ম-নীতির কারণে এই জেলাগুলিতে লিঙ্গ বৈষম্য দেখা যায়, ফলে   নারীদের দৈনন্দিন কাজকর্মের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা খর্ব হয়। উদাহরণস্বরূপ, পরিবার এবং কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কম থাকে এবং সমাজ তাদেরকে পরিবার পরিচালনা এবং পরিবারের যত্ন নেওয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করে।

জলবায়ু পরিবর্তন অবৈতনিক পরিচর্যা কাজের বোঝাকে বাড়িয়ে তোলে এবং তাদের জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় জীবিকায়ন কার্যক্রম-কে ব্যহত করে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পে মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল ও ভেড়া পালন করা হবে ; কাঁকড়া চাষ ও হ্যাচারি স্থাপন করা হবে; বাড়িতে সবজি চাষ; এবং ফলের গাছসহ ম্যানগ্রোভ বাগান গড়ে তোলা হবে। প্রস্তাবিত হস্তক্ষেপের সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে উপাদাঙ্গুলি হচ্ছে: ক) অংশগ্রহণকারীদের, বিশেষ করে মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি; খ) অংশগ্রহণকারীদের সম্পদে পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত প্রবেশাধিকার; (adequate), গ) সরকার এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন; ঘ) বেসরকারী খাতকে অন্তর্ভুক্ত এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন জ্ঞান, এবং অনুশীলনের উন্নয়ন। প্রকল্প হতে নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি সহায়তাসহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে, বিশেষ করে কৃষি খাতের জন্য। প্রকল্পটি নির্বাচিত সুবিধাভোগিদের পরিবারকে প্রযুক্তি সহায়তাসহ নিজ খরচে সবজি চাষে উৎসাহিত করবে।

উপাদান/ফলাফল ৩: কমিউনিটি এবং স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীল পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন

কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপপ্রভাব মোকাবেলায় অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত নিয়মিত ও গতানুগতিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। অন্যদিকে, এমন অভিজ্ঞ এনজিও রয়েছে খনন কর্মসূচীর কারণে স্থানীয় কমিউনিটির সাথে একটি সখ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক রয়েছে। এই সংস্থাগুলি কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কার্যক্রম পরিচালনায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে পিকেএসএফ মুল বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কমপক্ষে ১৫ টি সহযোগী সংস্থা নির্বাচন করবে এবং প্রশিক্ষণ ও অভিযোজন কার্যক্রম অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার দল/ গ্রুপের মাধ্যমে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভা-সেমিনার/ওয়ার্কসপের সিদ্ধান্তসমূহ কমিউনিটি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখবে। ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান হবেন স্থানীয় ওভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার ফোকাল পার্সন।

পিকেএসএফ সর্বদা দরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের সাথে কমিউনিটি পর্যায়ে কাজ করে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্পে এই গ্রুপকে "জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দল (CCAG)" বলা হয়। গ্রুপে প্রতিটি নির্বাচিত সুবিধভোগী পরিবার থেকে একজন করে প্রতিনিধি থাকবে। প্রায় পঁচিশজন (কমবেশি) অংশগ্রহণকারী একসাথে একটি দল গঠন করবে। এই দল গঠনের উদ্দেশ্য হল কমিউনিটির অংশগ্রহণে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম ব্যয় কমানো এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। দল ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হলে তারা পাক্ষিক বা মাসিক গ্রুপ সভায় নিয়মিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনা করবে, ফলে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান বিতরণ করতে সহায়তা হবে। এভাবে, তারা তাদের জীবন ও জীবিকার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলিকে আত্মস্থ করতে সক্ষম হবে। দলগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা এবং কীভাবে এই সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে হবে সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পাবে। তারা তাদের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবে। তারা প্রকল্পের মেয়াদের পরেও অবকাঠামোসমূহ দেখভাল করার ব্যবস্থা করবে। এছাড়াও, গ্রুপ ভিত্তিক পদ্ধতি প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ব্যয় হ্রাস করবে।

১.৪ প্রকল্পের বাস্তব কার্যক্রম

প্রকল্পটি প্রস্তাবিত (নিম্নলিখিত) বাস্তব অভিযোজন কার্যক্রমের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হবেঃ

- কার্যক্রম ১.১.১: বসতবাড়ির নকশা ও নির্মাণ
- কার্যক্রম ১.১.২: বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপণ
- কার্যক্রম ২.১.১: ছাগল/ভেড়া পালনের জন্য মাঁচা তৈরী
- কার্যক্রম ২.১.২: ছাগল/ভেড়া পালনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান

- কার্যক্রম ২.১.৩: বসতবাড়ি আঙিনায় লবণাক্ত সহনশীল সবজি চাষের প্রবর্তন
- কার্যক্রম ২.২.১: কাঁকড়া হ্যাচারির উন্নয়ন (১° পর্যায়)
- কার্যক্রম ২.২.২: কাঁকড়া উৎপাদনের জন্য আর্থিক সহায়তা
- কার্যক্রম ২.২.৩: কাঁকড়া হ্যাচারির জন্য প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা (২° পর্যায়)
- কার্যক্রম ২.২.৪: কাঁকড়া চাষীদের উন্নত প্রযুক্তি এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান (৩° পর্যায়)

২.০ সরকারী নীতি, আইন, বিধি এবং কৌশল

২.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকদের সমান সমান অধিকার ও সমতা নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে আইনের চোখে নাগরিকদের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ২৮ তে ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণ, জাতি এবং জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে। একই অনুচ্ছেদে নাগরিকদের অনগ্রসর অংশের পক্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক 'ইতিবাচক পদক্ষেপের' ব্যবস্থাও নির্ধারণ করা হয়েছে। সংবিধান প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করেছে, যেখানে নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র দায়ী। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার নির্দেশ করে, যেখানে রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে: (ক) একটি অভিন্ন, গণমুখী এবং সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং সমস্ত শিশুর জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে আইন দ্বারা নির্ধারিত পর্যায়ে বিস্তৃত করা; (খ) শিক্ষাকে সমাজের প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত করা এবং সেই চাহিদাগুলি পূরণ করার জন্য যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত এবং অনুপ্রাণিত নাগরিক তৈরি করা; আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ (১) সুযোগের সমতার উপরও জোর দেয় যেখানে রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে।

অনুচ্ছেদ ২৩ এ জাতীয় সংস্কৃতির অংশ হিসাবে মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের গুরুত্বের উপর জোর দেয়া হয়েছে। এটি রাষ্ট্রকে এই ঐতিহ্য রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রচার ও উন্নতির জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানায়। লক্ষ্য হল সমাজের সকল স্তরের প্রত্যেকেরেই জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে এবং সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। সংবিধানের পাশাপাশি, বাংলাদেশে উপজাতীয় জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতিগত বৈশিষ্ট রয়েছে। এর বেশিরভাগই পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নির্দেশিত; তবে, সমতল অঞ্চলের উপজাতীয় জনগণের জন্যও সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে। এর মধ্যে কিছু আইন ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত হয়েছিল (তবে এখনও বলবৎ আছে), কিন্তু বেশিরভাগই সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রণীত হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর।

২.২ বাংলাদেশে পরিবেশ ও সামাজিক নীতি এবং আইনের সাধারণ বর্ণনা

বাংলাদেশে পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কিত বিস্তৃত আইন ও বিধি রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এবং আংশিকভাবে পরিবেশগত সমস্যাগুলির সাথে সম্পর্কিত। পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও কৌশলগুলি হল বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (BECA, ১৯৯৫, ২০১০); পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭, ২০২৩ (ECR, ১৯৯৭, ২০২৩); জলবায়ু পরিবর্তন এবং জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা, ২০১৩; বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (BECA) ১৯৯৫, প্রাথমিকভাবে যা পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প ও প্রকল্প-সম্পর্কিত দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকরী ভূমিকা রাখছে এবং রাখবে । আইনটি সাধারণভাবে সংজ্ঞায়িত করে যে যদি কোনো বিশেষ কার্যকলাপ বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করে, তাহলে দায়ী পক্ষকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং বিধিগুলি ছাড়াও, আরও অনেকগুলি নীতি, পরিকল্পনা এবং কৌশল রয়েছে, যা পানি ও কৃষি খাত, উপকূলীয় অঞ্চল, সংরক্ষিত অঞ্চল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। এগুলো হলো জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯; বন আইন ১৯২৭ (সর্বশেষ সংশোধিত ৩০ এপ্রিল ২০০০); জাতীয় বননীতি, ১৯৯৪; জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল ১৯৯২; ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান (NEMAP), ১৯৯৫; উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫; উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল, ২০০৬; জাতীয় কৃষি নীতি, ১৯৯৯; জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৬; জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতি, ২০০৭; স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ডিজাস্টার, ১৯৯৯ (২০১০ সালে সংশোধিত); বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা, ২০০৯; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা, ২০১০-২০১৫

২.৩ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ , ২০১০

জাতীয় পরিবেশগত আইন হিসাবে পরিচিত দ্য এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন অ্যাক্ট, ১৯৯৫ (ECA'95) বর্তমানে বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রধান আইনী দলিল, যা ১৯৯২ সালের পূর্বের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশকে প্রতিস্থাপন করেছে। এই আইনটি ২০০০, ২০০২ এবং ২০১০ সালে সংশোধিত হয়েছে। ECA'95 এর প্রধান উদ্দেশ্য হল: i) প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত মান উন্নয়ন; এবং ii) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন।

আইনের প্রধান কৌশলগুলিকে সংক্ষিপ্তকারে দেয়া হলো:

- পরিবেশগতভাবে সংকটপূর্ণ এলাকা ঘোষণা, অপারেশন এবং প্রক্রিয়ার উপর বিধিনিষেধ, যা বাস্তগতভাবে পরিবেশগতভাবে সংকটপূর্ণ এলাকায় চলতে পারবে না বা শুরু করা যাবে না।
- পরিবেশ রক্ষার জন্য কালো ধোঁয়া নির্গমন নিয়ন্ত্রণ।
- পরিবেশগত ছাড়পত্র।
- পরিবেশ দূষণের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা।
- প্রকল্প এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ
- ভিন্ন ভিন্ন এলাকার বায়ু, পানি, শব্দ এবং মাটির গুণমান সম্পর্কে ঘোষণা।
- বর্জ্য নিষ্কাশন এবং নির্গমনের জন্য স্থান নির্ধারণ।
- পরিবেশগত নির্দেশিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ।

পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) আইনটি বাস্তবায়ন করে। পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ, যা একজন মহাপরিচালক-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। আইনে প্রদত্ত মহাপরিচালকের ক্ষমতা নিম্নরূপ:

- মানব জীবন বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হলে, যেকোন কার্যক্রম বন্ধ করার ক্ষমতা মহাপরিচালকের রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আপিল করার অধিকার রয়েছে। তবে, ঘটনা জরুরী হিসেবে বিবেচিত হলে আপিলের সুযোগ নেই।
- দূষণের কারণে এলাকাকে পরিবেশগতভাবে সংকটপূর্ণ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করার ক্ষমতা মহাপরিচালকের রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর এই ধরনের একটি এলাকায় ঘটতে পারে এমন কাজ বা কার্যকলাপের ধরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বা করে।
- নতুন উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করার আগে, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বাস্তবায়নকারীকে অবশ্যই পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র নিতে হবে। পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।
- ECA'95-এর কোনো অংশ মেনে চলতে ব্যর্থ হলে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হতে পারে।

২.৪ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (ইসিআর), ১৯৯৭, ২০২৩

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিগুলি পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর অধীনে নিয়মগুলির বিস্তৃত কার্যপ্রণালী বর্ননা করে। এই বিধিমালা ২০০২, ২০০৩ এবং ২০২৩ সালে সংশোধিত হয়েছে। এগুলি অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মান এবং নির্দেশিকা প্রদান করে:

- শিল্প ও উন্নয়ন প্রকল্পের শ্রেণীকরণ
- পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার পদ্ধতি
- পানি দূষণ, বায়ু দূষণ এবং শব্দের সাথে সম্পর্কিত পরিবেশগত মান, সেইসাথে প্রকল্পগুলির দ্বারা পানি এবং বায়ু দূষণকারী এবং শব্দের অনুমোদিত নিঃসরণের মাত্রা

পরিবেশগতভাবে সংকটপূর্ণ এলাকায় কোন কাজগুলি অনুমোদিত এবং কোনগুলোর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তা নির্দিষ্ট করার ক্ষমতাও সরকারকে দেওয়া হয়েছে। এই আদেশের অধীনে, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সুন্দরবন (ম্যানগ্রোভ বন), কক্সবাজার- টেকনাফ সাগর তীর, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, হাকালুকি-কে পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করেছে । টাংগুয়ার হাওর , মারজাত বাওড় ও গুলশান-বারিধারা লেককেও পরিবেশগতভাবে সংকটপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করেছে, সেসব এলাকায় কিছু কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়াও সরকার ঢাকা শহরের চারপাশের নদী বুড়িগঙ্গা , তুরাগ ও ধলেশ্বরীকে পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে।

পরিবেশগত ছাড়পত্র ইস্যু করার উদ্দেশ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা রুলস (২০২৩) শিল্প ইউনিট এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে চারটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করে। এই বিভাগগুলি হ'ল:

(i) সবুজ (ii) হলুদ (iii) কমলা এবং (iv) লাল

সবুজ ক্যাটাগরির প্রকল্পগুলিকে তুলনামূলকভাবে কম দূষণমুক্ত বলে মনে করা হয় এবং তাই প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা (আইইই) এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) প্রয়োজন হয় না। পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে একটি পরিবেশগত ছাড়পত্র নিতে হয়।

হলুদ ও কমলা প্রকল্পগুলিকে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য তাদের আবেদনের সাথে সাধারণ তথ্য, একটি সম্ভাব্য প্রতিবেদন, একটি প্রক্রিয়া প্রবাহ ডায়াগ্রাম এবং বর্জ্য নির্গমন সুবিধাগুলির পরিকল্পিত চিত্র জমা দিতে হবে। কমলা প্রকল্পগুলিকে নির্দিষ্ট করা তথ্য এবং কাগজপত্র সহ একটি IEE রিপোর্ট জমা দিতে হয়।

রেড ক্যাটাগরির প্রকল্পগুলি হল সেইগুলি যা 'উল্লেখযোগ্য প্রতিকূল' পরিবেশগত প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এবং তাই, একটি EIA রিপোর্ট জমা দিতে হবে। IEE রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক সাইট ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যেতে পারে। পরবর্তীতে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য একটি EIA রিপোর্ট প্রণয়ন পূর্বক বেইজলাইন রিপোর্ট, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো আপত্তি নেই মর্মে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ পূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরের দাখিল করতে হবে।

ECR, ২০২৩ অনুসারে কমলা এবং লাল শ্রেণীভুক্ত সমস্ত বিদ্যমান শিল্প এবং প্রকল্পগুলির জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করার সময় অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সাথে একটি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রস্তুত করতে হয় এবং জমা দিতে হয়।

২.৫ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (BCCSAP) ২০০৯

বাংলাদেশ সরকার ২০০৮ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (BCCSAP) প্রণয়ন করে এবং ২০০৯ সালে এটি সংশোধিত হয়। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। এতে নিম্নলিখিত ছয়টি থিমেটিক এরিয়া বিবেচনা করে প্রণয়ন করা হয়েছে:

খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, যাতে সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি নারী ও শিশুসহ জলবায়ু পরিবর্তন থেকে সুরক্ষিত থাকে। এই থিমেটিক এরিয়ার অধীনস্থ সকল কর্মসূচিতে খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ আবাসন, কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্যসহ মৌলিক পরিষেবাগুলি পাওয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্রমবর্ধমান ঘটনা এবং তীব্রতা আরও ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য, দেশে বিদ্যমান, সফল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

অবকাঠামো বিদ্যমান অবকাঠামো (যেমন, উপকূলীয় এবং নদীর বাঁধ) ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় জরুরিভাবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং শহুরের পানি নিষ্কাশন) নিশ্চিত করার জন্য পরিকাঠামো স্থাপন করা।

গবেষণা এবং জ্ঞান অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীর উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যাশিত মোকাবেলার জন্য গবেষণা এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। এর মধ্যে রয়েছে এই প্রভাবগুলির পরিমাপ এবং ভবিষ্যতের সতর্কতা, ভবিষ্যতের বিনিয়োগের কৌশল অবহিত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাম্প্রতিক বৈশ্বিক কার্যক্রমগুলির সাথে বাংলাদেশ সংযুক্ত থাকা নিশ্চিত করা।
প্রশমন এবং কম কার্বন নি:সরণ কম কার্বন নির্গমন করে উন্নয়নের বিকল্পগুলি বিকশিত করা এবং আগামী কয়েক দশক ধরে দেশের অর্থনীতির পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে এগুলি বাস্তবায়ন করা।

সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সরকারের মন্ত্রণালয়, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি খাতের সক্ষমতা অর্জনের উপর জোড় দেয়া।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা, ২০০৯-এ ছয়টি থিমের অধীনে ৪৪ টি নির্দিষ্ট কর্মসূচি সম্বলিত কৌশলপত্র প্রস্তাব করা হয়েছে।

২.৬ জাতীয় পানি নীতি

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ সালে জনগণ এবং সমাজ উভয়েরই উপকার এবং পানির সর্বোত্তম উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী এবং বেসরকারী উভয় খাতকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই নীতির লক্ষ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, জনগণের জন্য একটি মানসমপন্ন জীবনযাত্রা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার জাতীয় লক্ষ্য হচ্ছে, পূরণে অগ্রগতি নিশ্চিত করা। পানি নীতি অনুসারে, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব (নিয়ন্ত্রণ, পরিকল্পনা, নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ) প্রাপ্ত সমস্ত সংস্থা এবং বিভাগগুলিকে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা বাড়াতে হবে এবং তাদের কার্যক্রম চালানোর সময় পরিবেশগত সম্পদগুলি সুরক্ষিত এবং পুনরুদ্ধার করা নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সমানভাবে বিবেচনা করা হবে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত নীতিমালায় বেশ কিছু ধারা রয়েছে। পরিবেশ এবং সম্পদ সংরক্ষণের নীতির সংক্ষিপ্ত কৌশলটি হচ্ছেঃ

- একটি নিরাপদ এবং টেকসই ভবিষ্যতের জন্য আধুনিক পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি এবং অবকাঠামো প্রচার করা;
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা;
- অকৃষি উদ্দেশ্যে কৃষি জমির রূপান্তর সীমাবদ্ধ করা।

উপরোক্ত কৌশল অবলম্বনে পানি নীতি প্রণীত হয়েছে।

২.৭ জাতীয় নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতি ১৯৯৮

জাতীয় নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ এবং স্যানিটেশন নীতি (NSDWSSP, 1998) ১৯৯৮ সালে গৃহীত হয়েছিল, এবং জনস্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন এবং উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য বিস্তৃত মৌলিক কাঠামো নির্ধারণ করা হয়। নীতিটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত বিভিন্ন পদক্ষেপ প্রস্তাব করেছে:

- সকলের জন্য জল সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সম্পর্কিত মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করা ;
- পানি ও স্যানিটেশনের প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ;
- পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো।
- পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সংক্রান্ত সমস্যাগুলি পরিচালনা করার জন্য স্থানীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- টেকসই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি;
- ভূ-গর্ভস্থ পানির ঘাটতির আলোকে ভূ-পৃষ্ঠের পানির যথাযথ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার প্রচার করা এবং পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ;
- বৃষ্টির পানি ধারণ ও ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

২.৮ জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১০

জাতীয় কৃষিনীতির সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো খাদ্যশস্যসহ সকল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতিকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং সবার জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। জৈব সারের বর্ধিত ব্যবহার এবং সমন্বিত কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি 'পরিবেশ-বান্ধব টেকসই কৃষি' নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই জাতীয় কৃষি নীতির উদ্দেশ্য। এই নীতিটি চিহ্নিত করে যে কৃষি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তিগুলি প্রতিকূল পরিবেশ (জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, ঝড়, লবণাক্ততা, কীটপতঙ্গ ও রোগ, নদী ভাঙন) মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট নয়। নীতিমালায় সচেতনতা তৈরির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী না হয়। জলাবদ্ধতা এবং লবণাক্ততা কৃষি কার্যক্রম এবং পরিবেশের ক্ষতির জন্য উপকূলীয় এলাকাসহ দেশের কিছু অংশে দুটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। নীতিতে ফসলের আবর্তন এবং লবণ সহনশীল ফসলের জাতগুলির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

২.৯ জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৬

জাতীয় মৎস্য নীতিতে নিম্নলিখিত কর্মের পরামর্শ দেয়া হয়েছেঃ
উপকূলীয় অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ বনায়নের ক্ষতি করে এমন এলাকায় চিংড়ি ও মাছ চাষের প্রসার করা যাবে না।
সমস্ত প্রাকৃতিক জলাশয়ে এবং সামুদ্রিক পরিবেশে জীববৈচিত্র্য বজায় রাখা হবে।
পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক মাছ চিংড়ি খামারে ব্যবহার করা হবে না।
পরিবেশবান্ধব চিংড়ি মাছ চাষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।
মৎস্য, সম্পদ এবং এর বিপরীতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এমন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
শিল্প-কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য জলাশয়ে ফেলা নিষিদ্ধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে।

২.১০ জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতি, ২০০৭

প্রাণিসম্পদ খাতের ব্যাপক এবং টেকসই উন্নয়নের মূল চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ বৃদ্ধির জন্য জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতি তৈরি করা হয়েছে। নীতিমালায় বলা হয়েছে যে, পোল্ট্রি খামার স্থাপনের সময় পরিবেশ সুরক্ষা এবং জৈব-নিরাপত্তার জন্য কোন নির্দেশিকা নেই। প্রাণী খাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার সাধারণ এবং জনস্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণ বলে মনে করা হয়। নীতিমালায় পরিবেশবান্ধব বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার প্রতিষ্ঠার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন ও প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

২.১১ স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ডিজাস্টার, ২০১০

স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ডিজাস্টার, ২০১০ ' আগের সংস্করণের (ইংরেজি ১৯৯৯) তুলনায় একটি উন্নত সংস্করণ। বিভিন্ন স্তরে জরুরী কার্যক্রমের জন্য কোর গ্রুপ গঠন, মাল্টি-এজেন্সি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা , সমস্ত কমিটি এবং সংস্থাগুলির ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কিত কার্যকরী ভূমিকা, স্থানীয় স্তরের পরিকল্পনাগুলির জন্য নতুন রূপরেখা, সংশোধিত ঝড় সতর্কতা সংকেত, সাইক্লোন শেল্টার ডিজাইন ইত্যাদি এতে সন্নিবেশিত হয়েছে । ধারণাগতভাবে, এই সংস্করণটি ঝুঁকি হ্রাসের পাশাপাশি সমস্ত বিপদ এবং সমস্ত সেক্টরের সাথে সম্পর্কিত জরুরী সমন্বয়ের উপর জোর দিয়ে একটি বিস্তৃত পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

এই স্থায়ী আদেশটি সঠিকভাবে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সরকারী প্রশাসনিক এবং সামাজিক কাঠামোর সমস্ত স্তরে ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে এতে সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবহারের নির্দেশিকা রয়েছে। নির্দেশিকা অনুসারে, আবাসস্থল, যোগাযোগের সুবিধা, নিকটতম ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্র থেকে দূরত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থান নির্বাচন করতে পরিকল্পনা পর্যায়ে ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস) প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির পরামর্শ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে গ্রহণ করা হবে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে কার্যকর যোগাযোগ সুবিধা থাকা উচিত যাতে দুর্যোগের সময় কোনও অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব না হয়। এ কারণে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র থেকে সড়ক যোগাযোগ শহর, প্রধান সড়ক এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। এই ধরনের সময়কালে গবাদি পশুদের জন্য জরুরি পানীয়, খাদ্য, স্যানিটেশন এবং আশ্রয়ের জায়গার ব্যবস্থাও ভবিষ্যতে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য বিবেচনা করা উচিত।

স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ডিজাস্টার (এসওডি) বিশেষভাবে কম্যুনিটি পর্যায়ের দুর্বলতা এবং দুর্যোগের (ঘূর্ণিঝড়, জ্বলোচ্ছাস , সুনামি, ভূমিকম্প, টর্নেডো, বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, উচ্চ জোয়ার, শৈত্যপ্রবাহ) প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্যগুলিকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য দুর্যোগ প্রতিরোধী কৃষি জীবিকায়নের জন্য কম্যুনিটির সক্ষমতা বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। এসওডি দুর্যোগের পূর্বে, দুর্যোগের সময়ে এবং পরবর্তী সময়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কেও দিক-নির্দেশনা দেয়।

২.১২ উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করে যাতে উপকূলীয় জনগণ প্রাকৃতিক পরিবেশকে নষ্ট না করে একটি টেকসই পদ্ধতিতে নিরাপদভাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এই নীতি অভ্যন্তরীণ মৎস্য ও চিংড়ি, সামুদ্রিক মৎস্য, ম্যানগ্রোভ এবং অন্যান্য বন, জমি, পশুসম্পদ, লবণ, খনিজ, নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস যেমন জোয়ার, বায়ু এবং সৌর শক্তির মতো প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেয়। এটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ এবং বর্ধিতকরণের উপরও জোর দেয়- *বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল* (ম্যানগ্রোভ, প্রবাল প্রাচীর, জোয়ারের জলাভূমি, সমুদ্রের ঘাসের বিছানা, ম্যানগ্রোভ, প্রবাল প্রাচীর, জোয়ারের জলাভূমি) দ্বারা চিহ্নিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র সহ জলজ এবং স্থলজগত সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা নির্দেশনা প্রদান করে।।

২.১৩ উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল, ২০০৬

উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশলটি ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ এর আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। কৌশলটি উপকূলীয় অঞ্চল নীতির উপর ভিত্তি করে এবং সাম্প্রতিক সমস্যাগুলিকে বিবেচনা করে: ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, ভূমি ব্যবহারের ধরণ পরিবর্তন, ভূমি হ্রাস এবং পানি সম্পদ, বেকারত্ব এবং দৃশ্যমান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি বিবেচনার নিরিখে প্রণীত হয়েছে । কৌশলটির ৯টি কৌশলগত অগ্রাধিকার রয়েছে এবং নিম্নলিখিত ৩টি প্রস্তাবিত ধরণের হস্তক্ষেপের সাথে প্রাসঙ্গিক অগ্রাধিকার: *মানবসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক বিপদ থেকে সুরক্ষা* - i) সমুদ্রের ডাইকগুলির শক্তিশালীকরণ এবং পুনর্বাসন; এবং ii) বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে ঝুকি হ্রাস করা- মোকাবিলার ব্যবস্থাসহ। *প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা* - i) পরিবেশগত এবং সামাজিকভাবে চিংড়ি চাষ; ii) উপকূলীয় এলাকায় নবায়নযোগ্য শক্তির প্রবর্তন; এবং iii) সামুদ্রিক মৎস্য ও

জীবিকা উন্নয়ন। *পরিবেশ সংরক্ষণ*– i) সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় পরিবেশগত উন্নয়ন; ii) অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে উপকূলীয় নিরাপত্তা ও নিরাপত্তার উন্নতির জন্য কোস্ট গার্ডকে শক্তিশালী করা।

২.১৪ প্রকল্প কার্যক্রম ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা

পরিবেশ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন'৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা'২০২৩-এ প্রণীত হয়েছে। ECR'23 মূলত বিভিন্ন শিল্প এবং বৃহৎ আকারের প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য। ECR২০২৩ বিভিন্ন সেক্টরকে (শিল্প এবং প্রকল্প) 'সবুজ', 'হলুদ, কমলা এবং 'লাল' বিভাগ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, উদাহরণ স্বরূপ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, পোল্ডার, ডাইক ইত্যাদি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণকে ‘লাল’ ক্যাটাগরির প্রকল্প হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। যাহোক, এটি কম্যুনিটি পর্যায়ে সেই কাঠামোগুলির ছোট আকারের কার্যক্রমের জন্য পরিবেশগত বিভাগ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে না। IE বাস্তবায়িত কম্যুনিটি পর্যায়ে ছোট প্রকল্পগুলি বিবেচনা করে, RHLP-এর পরিবেশগত শ্রেণীকরণ এবং ছাড়পত্রের উপর একটি নমনীয় পদ্ধতির প্রয়োজন। যাইহোক, ECR অনুযায়ী, বাস্তবায়নকারী IEs সমস্ত প্রস্তাব যাচাই করবে এবং আরও IEE (যদি প্রয়োজন হয়) সমন্বয় করবে। এবং উপযুক্ত প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এটি উল্লেখ্য, পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব সহ প্রস্তাবগুলি RHLP এর মাধ্যমে অর্থায়ন করা হবে না।

২১৫. GCF এর পরিবেশ ও সামাজিক নীতি

GCF এর পরিবেশ ও সামাজিক নীতি হল পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা ও তা সমাধা করা। পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যাগুলিকে এই নীতির মাধ্যমে, GCF এর কার্যক্রম হচ্ছেঃ ক. উন্নয়ন সুবিধার ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি; এবং খ. দুর্বল জনসংখ্যা, গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের (মহিলা, শিশু এবং প্রতিবন্ধী, এবং লিঙ্গ পরিচয়ের কারণে প্রান্তিক ব্যক্তি), স্থানীয় সম্প্রদায়, আদিবাসী এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের যথাযথ বিবেচনা করা । যেগুলি GCF-অর্থায়নকৃত কার্যকলাপ দ্বারা প্রভাবিত বা সম্ভাব্যভাবে প্রভাবিত হয়।

প্রকল্পটি GCF পরিবেশ ও সামাজিক নীতির প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে। GCF এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল পলিসিতে তথ্য প্রকাশ, অংশীজনদের সম্পৃক্ততা এবং অভিযোগের প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যা GCF তথ্য প্রকাশ নীতিতে অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্পটি এই প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

২.১৬ জিসিএফ আদিবাসী জনগণ সম্পর্কিত নীতি

GCF এর আদিবাসী জনগণ সম্পর্কিত নীতিতে বলা হয়েছে যে, আদিবাসীদের প্রায়ই আলাদা পরিচয় এবং আকাঙ্ক্ষা থাকে যা জাতীয় সমাজের মূলধারার গোষ্ঠী থেকে আলাদা এবং কখনও কখনও উন্নয়নের ঐতিহ্যগত মডেলগুলির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত। অনেক ক্ষেত্রে, তারা সবচেয়ে অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি। আদিবাসীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আইনগত অবস্থা প্রায়শই তাদের অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষার ক্ষমতাকে সীমিত করে, ভূমি, অঞ্চল এবং প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদে, এবং উন্নয়ন উদ্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ এবং উপকৃত হওয়ার ক্ষমতা সীমিত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে, তারা প্রকল্পের সুবিধাগুলির জন্য ন্যায়সঙ্গত সুযোগ পায় না, বা সুবিধাগুলি এমন একটি আকারে তাদের কাছে আসে, যা সাংস্কৃতিকভাবে তাদের জন্য উপযুক্ত হয় না, এবং তাদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এমন কার্যক্রমগুলোর নকশা বা বাস্তবায়ন সম্পর্কে তাদের সাথে সর্বদা পরামর্শ গ্রহণ করা হয় না। এ ধরনের কম্যুনিটি GCF এর আদিবাসী জনগণের নীতি দ্বারা সমর্থিত যা এই প্রকল্পের অধীনে যে কোনো আদিবাসী উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিবেচনা করা হয়েছে এবং ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী আদিবাসীদের অধিকার, বিশ্বাস এবং সংস্কৃতি রক্ষা করে। এই শুধুমাত্র আদিবাসীদের সমস্যাই

নয় বরং জাতিগত সংখ্যালঘু এবং ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন একক প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর মানুষ যারা মূলধারার জনসংখ্যার মতো নয় তাদের জন্যও প্রযোজ্য। সুতরাং, এই RHL প্রকল্পের জন্য প্রকল্প এলাকায় জাতিগত সংখ্যালঘু লোকদের উপর প্রকল্পের প্রভাবগুলি চিহ্নিত এবং মূল্যায়ন করতে হবে, (যদি এমন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকে)।

৩.০ পিকেএসএফ সুরক্ষা নীতি

৩.১ পিকেএসএফ এর পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

পিকেএসএফ তার প্রকল্প এবং প্রোগ্রাম কার্যক্রমের পরিবেশগত এবং সামাজিক (ES) ব্যবস্থাপনার জন্য সুরক্ষা নীতি এবং নির্দেশিকা গ্রহণ করেছে। নীতিতে যেসকল প্রস্তাবিত প্রকল্প কার্যক্রমের ES মূল্যায়ন প্রয়োজন সেগুলিকে পরিবেশগত ও সামাজিকভাবে টেকসই হয় এবং এইভাবে উন্নত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়জনীয় বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নির্দেশিকাটিতে ১০টি পারফরম্যান্স স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এইগুলো হচ্ছেঃ পরিবেশগত ও সামাজিক মান

- পরিবেশগত ও সামাজিক মান-১ (ESS ১): পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলির মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মান-২ (ESS ২): শ্রম এবং কাজের শর্ত;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মান-৩ (ESS ৩): সম্পদ দক্ষতা এবং দূষণ প্রতিরোধ এবং ব্যবস্থাপনা;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মান-৪ (ESS ৪): কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মান-৫ (ESS ৫): ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা এবং অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মান-৬ (ESS ৬): জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মান-৭ (ESS ৭): উপজাতীয় মানুষ/ঐতিহ্যগত স্থানীয় সম্প্রদায়;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মান-৮ (ESS ৮): সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য;
- পরিবেশগত ও সামাজিক মান-৯ (ESS ৯): আর্থিক মধ্যস্থতাকারী; এবং
- পরিবেশগত ও সামাজিক মান-১০ (ESS ১০): অংশীজনদের অংশগ্রহণ এবং তথ্য প্রকাশ।

সরকারের ESS, GCF এবং পিকেএসএফ-এর নীতি ও মানগুলির মধ্যে সীমিত পার্থক্য রয়েছে। পিকেএসএফ-এর ESS প্রায় GCF-এর অনুরূপ। GCF নীতিগুলির বেশ কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলি পিকেএসএফ-এর নীতিগুলিতে সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। তবে, ESS ১ (ES ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলির মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা), ২ (শ্রম এবং কাজের শর্তাবলী) এবং ৩ (সম্পদ দক্ষতা এবং দূষণ প্রতিরোধ) PKSF এর নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.২ পরিবেশ ও সামাজিক মান ESMF এর প্রয়োজনীয়তা

সারণি ১: ESMF এর প্রয়োজনীয়তা

ইএসএস	প্রয়োজনীয়তা	প্রকল্পের সাথে প্রাসঙ্গিকতা
পরিবেশগত ও সামাজিক মান -১ ES ঝুঁকি এবং প্রভাবের মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা	ES স্ক্রীনিং, ES শ্রেণীকরণ, ES ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলি সনাক্ত করুন, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন, পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং পরিকল্পনা প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।	প্রাসঙ্গিক এবং পারিবেশ/সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব মূল্যায়ন এবং প্রশমন ব্যবস্থার জন্য ভিত্তি প্রদান করে।
পরিবেশগত ও সামাজিক মান -২ শ্রম এবং কাজের শর্ত	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স, প্রকল্পের কর্মীদের চিকিৎসার বিকল্প, কাজের শর্তাবলীতে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা, বৈষম্যহীন ও সমান সুযোগ, পুরুষ ও মহিলা	শ্রম সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং নির্দেশিকা প্রদান করে। প্রকল্পটি সরাসরি এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগ করবে।

	শ্রমিকদের সমান মজুরি নিশ্চিত করা, জোর করে শ্রম নিষিদ্ধ করা এবং শিশু শ্রম পরিহার করা সম্ভব হবে।	
পরিবেশগত ও সামাজিক মান -৩ সম্পদ দক্ষতা এবং দূষণ প্রতিরোধ এবং ব্যবস্থাপনা	বর্জ্য, রাসায়নিক এবং বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবস্থাপনার এবং নিশ্চিত করা এবং ঐতিহাসিক দূষণ এবং সম্পদের সামগ্রিক ব্যবহার দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।	প্রাসঙ্গিক এবং বর্জ্য দূষণ ব্যবস্থাপনার সমস্যা সমাধানের নির্দেশিকা প্রদান করবে।
পরিবেশগত ও সামাজিক মান -৪ কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	কমিউনিটির নিরাপত্তা, সার্বজনীন প্রবেশাধিকারের ধারণা, সড়ক নিরাপত্তা মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণ সহ ট্রাফিক এবং সড়ক নিরাপত্তা বিবেচনা করা হবে। প্রকল্প নির্মাণের সাথে জড়িত শ্রমিক এবং অন্যদের জন্য স্বাস্থ্যবিধি প্রতিফলন করা সম্ভব হবে।	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কম্যুনিটির স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
পরিবেশগত ও সামাজিক মান -৫ ভূমি ব্যবহার এবং অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসনের উপর ভূমি অধিগ্রহণের বিধিনিষেধ	ভূমি অধিগ্রহণ, অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসনের সমস্যাগুলিকে চিত্রিত করবে।	প্রযোজ্য নয়
পরিবেশগত ও সামাজিক মান -৬ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হবে।	প্রাসঙ্গিক এবং জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের নির্দেশিকা প্রদান করবে।
পরিবেশগত ও সামাজিক মান -৭ আদিবাসী মানুষ	প্রযোজ্য যখন আদিবাসীরা উপস্থিত থাকে বা জমির সাথে সম্মিলিত সংযুক্তি থাকে, তারা ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয় এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক দুর্বলতা নির্বিশেষে।	প্রযোজ্য নয়
পরিবেশগত ও সামাজিক মান -৮ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার চিত্র তুলে ধরে।	প্রযোজ্য নয়
পরিবেশগত ও সামাজিক মান -৯ আর্থিক মধ্যস্থতাকারী	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কীভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলি মূল্যায়ন ও পরিচালনা করবে তা নির্দিষ্ট করে।	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার জন্য ESS নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।
পরিবেশগত ও সামাজিক মান -১০ অংশীজনদের অংশগ্রহণ এবং তথ্য প্রকাশ	প্রকল্পের জীবনচক্র জুড়ে অংশীজন সম্পৃক্ততার প্রয়োজন, এবং একটি অংশীজন সংশ্লিষ্টকরন পরিকল্পনা (SEP) এর প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন। অংশীজনদের শনাক্তকরণ, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পক্ষ এবং অন্যান্য আগ্রহী পক্ষ এবং কার্যকরী সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির ধারণা শক্তিশালীকরন।	একটি অংশীজন সংশ্লিষ্টকরন পরিকল্পনা (SEP) তৈরি করেছে, যা বিভিন্ন অংশীজনদের চিহ্নিত করে এবং তাদের চাহিদা এবং একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (GRM) প্রতিষ্ঠিত করাসহ প্রকল্পের প্রভাবগুলি মূল্যায়ন করবে।

৪.০ RHL প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক (ES) প্রভাবের মূল্যায়ন

৪.১ ভূমিকা

কোনো হস্তক্ষেপের প্রতিকূল E&S প্রভাবগুলি শারীরিক পরিবেশ এবং হস্তক্ষেপের মাত্রার উপর ভিত্তি করে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ হতে পারে। যদিও প্রত্যক্ষ প্রভাবগুলি প্রায়শই বেশি প্রাধান্য পায়, পরোক্ষ প্রভাবগুলি সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে, ধীরে ধীরে পরিবেশ, জনসংখ্যা এবং জমির ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে পারে। ক্ষুদ্র মাপের সম্প্রদায়-ভিত্তিক কার্যক্রমের কারণে প্রকল্পের বেশিরভাগ প্রভাব স্থানীয়করণ করা হবে। কিছু উদ্বেগের বিষয় রয়েছে, যা প্রস্তাবিত কার্যক্রমের পরিসর জুড়ে থাকে। মাঠ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ প্রকল্পের দলিল-দস্তাবেজগুলি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা, সম্প্রদায়ের মালিকানা এবং উপযুক্ত সাইট নির্বাচনের মতো বিষয়গুলি হল কিছু মূল উদ্বেগ, যা প্রকল্পের সাফল্য এবং স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করে। এই অধ্যায়টি সম্ভাব্য RHLP কার্যক্রমে সম্ভাব্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ E&S প্রভাবগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রভাবগুলি অত্যন্ত সাধারণ এবং কার্যক্রম উপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে।

৪.২ প্রকল্প এলাকার ভৌত পরিবেশ

৪.২.১ জমির ফর্ম

জোয়ারটি জোয়ারের নদী এবং চ্যানেলগুলির একটি বিস্তীর্ণ নেটওয়ার্ক দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি সহ প্রচুর জলের স্রোত, অনেক দ্বীপ, সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড (বাংলাদেশে সুন্দরবনের ৪৫ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত পানির নিচের গিরিখাত), অগভীর উত্তর উপসাগর। বঙ্গ, শক্তিশালী জোয়ারের প্রভাব এবং বায়ুর ক্রিয়া, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় এবং ঝড়বৃষ্টি। উপকূলীয় অঞ্চল একটি নিচু সমতল বদ্বীপ। এর প্রায় ৮০% প্লাবনভূমি, যেগুলির সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে খুব কম গড় উচ্চতা রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের গড় উচ্চতা ১-২ মিটার এবং দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে ৪-৫ মিটার (চিত্র ১)। সমতল টপোগ্রাফি, সক্রিয় ব-দ্বীপ এবং গতিশীল মরফোলজি সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তনের ঝুঁকিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Figure 1: Physiography of Bangladesh coast

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, বাংলাদেশের উপকূল উপকূলরেখা এবং নদীর মোহনা বরাবর ক্ষয় ও বৃদ্ধির গতিশীল প্রক্রিয়ার কারণে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে৷ হাইড্রো-মরফোলজিকাল বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে, উপকূলীয় অঞ্চলকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে: (i) গাঙ্গেয় জোয়ার সমভূমি বা পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল, (ii) মেঘনা বদ্বীপ সমভূমি বা কেন্দ্রীয় উপকূলীয় অঞ্চল এবং (iii) চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চল৷ সমতল বা পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল (প্রামানিক, 1983 ইসলামে উদ্ধৃত, 2001; বুয়েট এবং বিআইডিএস, 1993)। এই তিনটি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত উপকূলীয় জেলাগুলি চিত্র 2-এ দেখানো হয়েছে৷

পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল বা গঙ্গা জোয়ার সমভূমি

পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল বা গঙ্গা জোয়ার সমভূমি পশ্চিমে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত থেকে পূর্বে তেতুলিয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত৷ এটি প্রধানত সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বন, বৃহত্তর খুলনা এবং পটুয়াখালী জেলার অংশ দ্বারা আচ্ছাদিত৷ সুন্দরবন হল চিংড়ি মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রজাতির খাদ্য ও প্রজনন ক্ষেত্র৷ ম্যানগ্রোভ বনের কারণে অঞ্চলটি তুলনামূলকভাবে জলবায়ু সহশীন, যা ঘূর্ণিঝড়, ঝড়বৃষ্টি এবং মাটি ক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক বাধা হিসাবে কাজ করে৷ জলাভূমি, জলোচ্ছ্বাস প্লাবন সমভূমি এবং প্রাকৃতিক স্তরগুলি অসংখ্য জোয়ারের খাঁড়িগুলির সাথে পাওয়া যায়৷ গড় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ০.৯ থেকে ২.১ মিটার উচ্চতার সাথে টপোগ্রাফি কম (ইফতেখার এবং ইসলাম, ২০০৪)। এই অঞ্চলটি একটি আধা সক্রিয় ব-দ্বীপ, যা বেশিরভাগই হিমালয় থেকে ধোয়া পলিযুক্ত দোআঁশ বা পলল দ্বারা গঠিত (ইসলাম, ২০০১)।

সেন্ট্রাল কোস্টাল জোন বা মেঘনা বদ্বীপ সমভূমি

কেন্দ্রীয় উপকূলীয় অঞ্চল বা মেঘনা ব-দ্বীপ সমভূমি ফেনী নদীর মোহনা থেকে সুন্দরবনের পূর্ব কোণ পর্যন্ত নোয়াখালী, বরিশাল, ভোলা এবং পটুয়াখালী (আংশিক) জেলা জুড়ে বিস্তৃত৷ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী প্রণালী থেকে প্রচুর পরিমাণে নিঃসরণের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে পলি জমা হয়৷ এই কারণেই পলির ভার প্রধানত পলি (৭০%) এবং বালি (১০%) দ্বারা গঠিত (কোলম্যান, ১৯৬৯; অ্যালিসন এট আল৷, ২০০৩-এ উদ্ধৃত)। এই অঞ্চলটি একটি অত্যন্ত সক্রিয় ব-দ্বীপ যেখানে ক্ষয় এবং বৃদ্ধি উভয়ের উচ্চ হার রয়েছে৷ দেশের একমাত্র দ্বীপ জেলা ভোলাসহ অনেক দ্বীপ এখানে অবস্থিত৷ বৃদ্ধি এবং ক্ষয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্বীপগুলি তৈরি হয়েছে এবং অদৃশ্যও হয়েছে (Rahman et al. ১৯৯৩; Pramanik, ১৯৮৮ SDNP, ২০০৪-এ উদ্ধৃত)।

পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল বা চট্টগ্রাম উপকূলীয় সমভূমি

পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল বা চট্টগ্রাম উপকূলীয় সমভূমি ফেনী নদীর মোহনা বরাবর টেকনাফ উপজেলা (মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণ প্রান্ত) থেকে মিরসরাই উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত (প্রামানিক, ১৯৮৩ ইসলামে উদ্ধৃত, ২০০১; বুয়েট এবং বিআইডিএস, ১৯৯৩)। এটি বাংলাদেশের উপকূলের সবচেয়ে স্থিতিশীল অংশ এবং এখানে ঝড়ের জলোচ্ছ্বাস কম কার্যকর হয় (BUET and BIDS, 1993)। নাফ নদী বাংলাদেশকে মিয়ানমার থেকে পৃথক করেছে৷ মাটি বেশিরভাগই নিমজ্জিত বালি এবং কাদা দিয়ে গঠিত (ইসলাম, ২০০১)। এই নিমজ্জিত বালি কক্সবাজার থেকে টেকনাফের দিকে ১৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বালুকাময় সমুদ্র সৈকত গঠন করে৷ পতেঙ্গা ও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত এই অঞ্চলে অবস্থিত৷

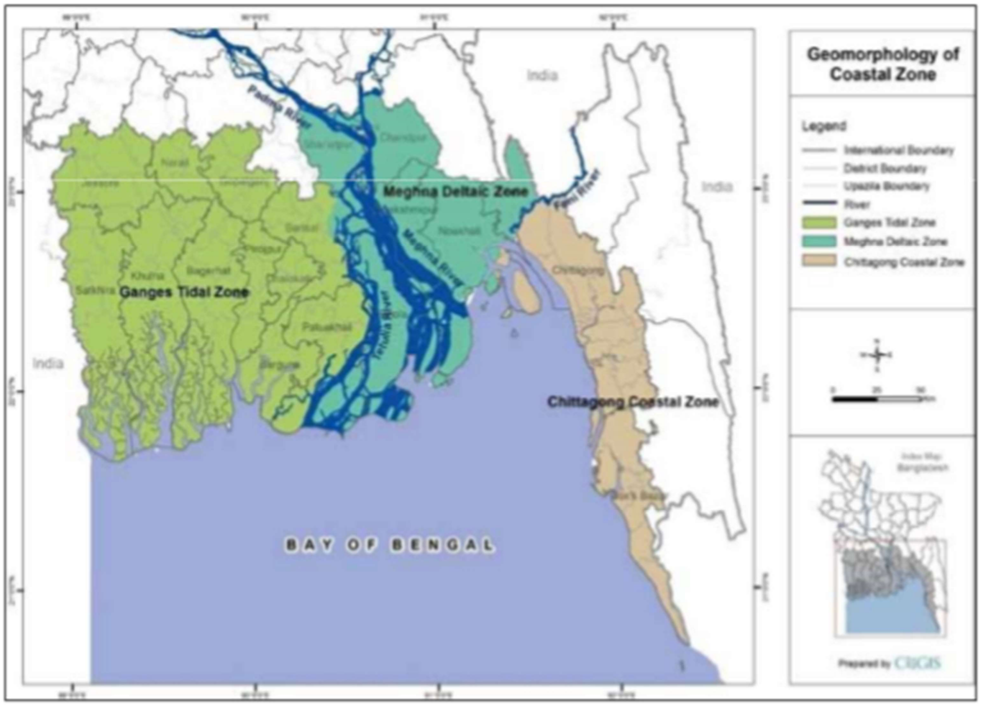

Figure 2: Geomorphology of Bangladesh coastal zone

৪.২.২ জীববৈচিত্র্য (বেইজ লাইন)

প্রকল্প এলাকার জীববৈচিত্র্য বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন দ্বারা বেষ্টিত। এটি জলজ সম্পদ, বন্য ও গৃহপালিত প্রাণী এবং পাখির প্রজাতিসহ বিশাল বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ ও প্রাণীতে পূর্ণ। প্রজাতিগুলি মোহনা, লবণাক্ততা এবং লোনা জলের ইকো-সিস্টেমের প্রতিনিধিত্ব করে। উপকূলীয় ইকোসিস্টেম মাছের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি চিংড়ি, ঝিনুক, কাঁকড়া এবং অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীকে সমর্থন করে। ম্যানগ্রোভ বন থাকার কারণে ইকোসিস্টেমে উৎপাদনশীলতা বেশি থাকে।

ম্যানগ্রোভ প্রাকৃতিক বন (সুন্দরবন) এবং রোপিত (বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার উপকূলীয় অঞ্চলে) বনের বেশিরভাগ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট থেকে, যা বাংলাদেশের বনভূমির প্রায় 50%। উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনগুলি বৃক্ষরোপণসহ বাণিজ্যিক উৎপাদনশীলতা বনের প্রায় ৬০% গঠন করে, এটি ৫৮০ কিমি জুড়ে। এটি সুন্দরবন বাদে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীতে উপকূল বরাবর বিস্তৃত, যা দেশের সংরক্ষিত বনের ৭৪% জন্য দায়ী। উপকূলীয় অঞ্চলের অন্যান্য অংশের সুন্দরবন এবং ম্যানগ্রোভ বন উপকূলীয় দ্বীপসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, উভচর, সরীসৃপ এবং ক্রাস্টেসিয়ানকে সমর্থন করে।

৪.২.৩ জলের গুণমান (বেসলাইন)

প্রকল্প এলাকার পানির গুণমান প্রাক-প্রধানভাবে লবণাক্ত প্রবণ। লবণাক্ততার মাত্রা ঋতু এবং অবস্থান অনুসারে পরিবর্তিত হয়। জমিতে ক্রমাগত লবণাক্ততার প্রবেশ ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। দাশগুপ্ত প্রমুখ। (২০১৪ [1]) দেখা গেছে যে ১৯৬২ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত

[1] দাশগুপ্ত এস., কামাল এফএ, খান জেডএইচ, চৌধুরী এস., নিশাত এ. (2014)। নদীর লবণাক্ততা এবং জলবায়ু পরিবর্তন: উপকূলীয় বাংলাদেশ থেকে প্রমাণ। পলিসি রিসার্চ ওয়ার্কিং পেপার নং 6817, ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ গ্রুপ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক. মার্চ

মংলা (দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল) পশুর নদীতে লবণাক্ততা 2ppt থেকে 20ppt পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। আইসোহালাইন লাইনটি সুন্দরবনের নিম্নপ্রান্ত (বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ বন) থেকে ২১০০ সাল নাগাদ চাঁদপুরের নিম্ন মেঘনা নদীর বিন্দুতে ৮৮ সেন্টিমিটার অনুমিত SLR এর অধীনে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে শতাব্দীতে ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে চলে যায়। লবণাক্ততা প্রায় ১০০ বছরে প্রায় ৬০ কিলোমিটার উত্তরে চলে যাবে। এটি দেখা যায় যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২৭ সেন্টিমিটার বৃদ্ধির ফলে লোনা জলের ক্ষেত্রের ভিত্তি অবস্থার তুলনায় ৬% বৃদ্ধি পায়। ৬০ সে:মি: সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে শুষ্ক মৌসুমে প্রায় ৩,২৭,৭০০ হেক্টর অতিরিক্ত এলাকা একটি উচ্চ লবণাক্ত জলের অঞ্চলে পরিণত হবে (>৫পিপিটি)। বর্ষায়, মিষ্টি জল এলাকার প্রায় ৬% (২,৭৬,৭০০ হেক্টর) হারিয়ে যাবে।

৪.২.৪ বায়ুর গুণমান (বেইজ লাইন)

সাতক্ষীরা জেলায় বাতাসের গুণমান WHO প্রদত্ত বায়ুর গুণমান নির্দেশিকা মূল্যের তুলনায় অস্বাস্থ্যকর। বিশেষ পদার্থের ঘনত্ব (পিএম২.৫) হল ৬৪.২ মাইক্রো-গ্রাম/মি ৩। এই মান WHO নির্দেশিকা থেকে ১২ গুণ বেশি।

৪.৩ পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রীনিং এবং শ্রেণীকরণ

একটি প্রকল্প বা উপ-প্রকল্পের নকশার জন্য 'পরিবেশগত স্ক্রীনিং' বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ। পরিবেশগত স্ক্রীনিংয়ের উদ্দেশ্য হল পরবর্তী সিদ্ধান্ত এবং/অথবা একটি উপ-প্রকল্পের নকশা করার আগে প্রাসঙ্গিক উদ্বেগগুলিকে দ্রুত সমাধান করা এবং পরিবেশগত প্রভাবগুলি প্রশমিত করার জন্য বা পরিবেশগত সুযোগগুলি বাড়ানোর জন্য বাজেট নিশ্চিত করা। এটি সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাবগুলি বোঝার এবং প্রকল্প বা উপ-প্রকল্পের পরিবেশগত শ্রেণীকরণ সনাক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ। প্রকল্পের হস্তক্ষেপের সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ। পিকেএসএফ বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ করে প্রকল্পটির স্ক্রিনিং করেছে। স্ক্রীনিং ফলাফল নীচে উপস্থাপন করা হয়:

সারণী ২: প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রীনিং

বর্জনের মানদণ্ড	হ্যাঁ	না	মন্তব্য
ক্রিয়াকলাপগুলি কি সংশ্লিষ্ট সুবিধাগুলিকে জড়িত করবে এবং এই জাতীয় সংশ্লিষ্ট সুবিধাগুলির আরও যথাযথ পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে?	☐	☒	প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম জড়িত হবে না কারণ কার্যক্রম পরিচিত এবং প্রভাবগুলি পিকেএসএফ-এর কাছেও পরিচিত।
কার্যক্রমগুলি কি আন্তঃসীমান্ত প্রভাবগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে, যার জন্য আরও যথাযথ অধ্যবসায় এবং নিম্নধারার নদী রাজ্যগুলিতে বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন হবে?	☐	☒	ট্রান্স-বাউন্ডারি নদীর নিচের বাপ্পে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে এবং নদী জুড়ে কোনো বাঁধ বা সেতু নির্মাণ করা হবে না, অর্থাৎ নদীতে কোনো প্রভাব পড়বে না।
কর্মকান্ড কি বিরূপভাবে কাজের অবস্থা এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করবে বা নারী, শিশু শ্রম সহ সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণীর শ্রমিকদের নিয়োগ করবে?	☐	☒	প্রকল্পটিতে দুর্বল মানুষের জন্য ঘরের মতো ছোটখাটো নির্মাণ কাজ এবং হ্যাচারির অবকাঠামো থাকবে। কোনো শিশু বা দুর্বল নারী এই কাজে নিয়োজিত হবে না। প্রকল্পের জন্য কোনো শ্রমের প্রয়োজন হবে না।
ক্রিয়াকলাপগুলি কি সম্ভাব্য কীটনাশক সহ বিপজ্জনক বর্জ্য এবং দূষণকারী এবং দূষিত জমিগুলি তৈরি করবে যেগুলির ব্যবস্থাপনা,	☒	☐	প্রকল্পটি কাঁকড়ার হ্যাচারি ও কাঁকড়া চাষের প্রচার করবে। তাই হ্যাচারি ও কাঁকড়ার পুকুরের আশেপাশে মাটি ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্জনের মানদণ্ড	হ্যাঁ	না	মন্তব্য
ন্যূনতমকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ এবং দেশে এবং প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক পরিবেশগত মানের মানগুলির উপর আরও অধ্যয়নের প্রয়োজন হবে?			
ক্রিয়াকলাপগুলি কি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্বাসনের সাথে জড়িত থাকবে (যেমন বাঁধ, জলের বাঁধ, উপকূলীয় এবং নদীর তীর অবকাঠামো) যার জন্য আরও প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন এবং সুরক্ষা অধ্যয়নের প্রয়োজন হবে?	☒	☐	প্রকল্পটিতে ছোট আকারের নির্মাণ কার্যক্রম যেমন কাঁকড়া হ্যাচারি, স্থিতিস্থাপক বসতবাড়ি, ছাগল/ভেড়ার জন্য ঘর ইত্যাদি থাকবে। কিন্তু প্রকল্পের জন্য বাঁধ, বাঁধ, উপকূলীয় অবকাঠামো ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর প্রয়োজন হবে না। তাই, কার্যক্রমের জন্য আর প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের প্রয়োজন হবে না। এবং নিরাপত্তা অধ্যয়ন।
প্রস্তাবিত কার্যক্রম কি সম্ভাব্যভাবে পুনর্বাসন এবং দখল, জমি অধিগ্রহণ, এবং ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতিকে জড়িত করবে?	☐	☒	প্রকল্পটি এমন কোনো কার্যক্রমের প্রস্তাব করবে না যার মধ্যে পুনর্বাসন এবং দখল, জমি অধিগ্রহণ এবং ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। তাছাড়া, কোন অস্থায়ী স্থানচ্যুতি সমস্যা নেই। যে বাড়িতে বিকল্প কক্ষ রয়েছে সেই বাড়িতেই পরিবার/পরিবাররা বসবাস করবে। একের পর এক কক্ষ নির্মাণ করা হবে। সুতরাং, পরিবার/এইচএইচগুলিকে কেবল একটি ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তরিত করতে হবে।
ক্রিয়াকলাপগুলি কি সংরক্ষিত এলাকায় এবং গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল, প্রধান জীববৈচিত্র্য এলাকা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংরক্ষণ সাইট সহ পরিবেশগত গুরুত্বের এলাকায় অবস্থিত হবে?	☐	☒	প্রকল্পটি বিদ্যমান জনবসতি ও কৃষি এলাকায় বাস্তবায়িত হবে।
ক্রিয়াকলাপগুলি কি আদিবাসীদের প্রভাবিত করবে যেগুলির জন্য আরও যথাযথ পরিশ্রম, বিনামূল্যে, পূর্ব ও অবহিত সম্মতি (FPIC) এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার ডকুমেন্টেশন প্রয়োজন হবে?	☒	☐	নির্বাচিত প্রকল্প এলাকায় নগণ্য জাতিগত সংখ্যালঘুদের পাওয়া যায়। অতিরিক্ত বিবরণ এই টেবিলের নীচে দেওয়া আছে. অনুগ্রহ করে পরিশিষ্ট 24 দেখুন: প্রকল্পের আদিবাসী জনগণের পরিকল্পনা কাঠামো।
ক্রিয়াকলাপগুলি কি প্রত্নতাত্ত্বিক (প্রাগৈতিহাসিক), প্যালিওন্টোলজিকাল, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, শৈল্পিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের অধিকারী বা সমালোচনামূলক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে বিবেচিত বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এমন অঞ্চলে অবস্থিত হবে?	☐	☒	প্রকল্প এলাকায়, কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্যালিওন্টোলজিকাল, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, শৈল্পিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ নেই বা সমালোচনামূলক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে বিবেচিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
ক্রিয়াকলাপগুলি কি মানবাধিকারকে প্রভাবিত করবে যার জন্য আরও যথাযথ পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে?	☐	☒	এই কার্যক্রম মানবাধিকারকে প্রভাবিত করবে না কারণ এগুলি ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ করে নির্বাচন করা হয়। এছাড়া জমি সংক্রান্ত কোনো বিরোধ এড়াতে সুবিধাভোগীদের নিজস্ব জমিতে

বর্জনের মানদণ্ড	হ্যাঁ	না	মন্তব্য
			এগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।
ক্রিয়াকলাপগুলি কি SEAH ঘটতে পারে যার জন্য অধ্যয়ন এবং যথাযথ অধ্যবসায় প্রয়োজন?	☒	☐	কাঁকড়ার খামার এবং কাঁকড়ার হ্যাচারি নির্মাণে নারী শ্রমিকদের এই কার্যক্রম জড়িত থাকতে পারে। সুতরাং, তারা কর্মস্থলে যাওয়ার পথে বা ভিজিট করার সময় অন্যান্য স্থানীয় লোক বা সহকর্মীদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যাইহোক, যেহেতু বহিরাগত কর্মীরা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকবে না, তাই যৌন হয়রানি, অপব্যবহার বা শোষণের সম্ভাবনা খুবই সীমিত।
ক্রিয়াকলাপগুলি কি লিঙ্গ বৈষম্যকে উন্নীত করতে সক্ষম হবে?	☒	☐	পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় নারীদের কম মজুরি দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের প্রকৃতির কারণে মজুরি বৈষম্যের সীমিত সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এই প্রকল্পে সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মহিলা সদস্য জড়িত থাকবে যারা মজুরির হার, ঠিকাদারদের সাথে দর কষাকষি ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে, পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের সমান মজুরি নিশ্চিত করার জন্য PKSF এবং IE-এর HR নীতিগুলি প্রযোজ্য হবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপরোক্ত স্ক্রীনিং থেকে দেখা গেছে যে, প্রকল্পের কিছু প্রভাব থাকবে যার জন্য কিছু প্রশমন ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রকল্পটি কাঁকড়ার হ্যাচারি নির্মাণের ক্ষেত্রে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সুবিধার প্রয়োজন হবে। শ্রমকে মাস্ক, হ্যান্ড-গ্লাভস, হেলমেট ইত্যাদিসহ ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম পরতে হতে পারে। ধুলো কমানোর জন্য নির্মাণ কার্যক্রমে জল-স্প্রে ইত্যাদির প্রয়োজন হবে। প্রকল্পের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মাঝারি হবে। এই বিবেচনায়, প্রকল্পটি বি শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি, ১৯৯৭ (২০২৩ সালে সংশোধিত) অনুসারে প্রকল্পটি হলুদ ক্যাটাগরির অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে। ইসিআর অনুসারে, ২০২৩ সালে হলুদ বিদ্যমান সমস্ত শিল্প এবং প্রকল্পগুলির জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করার সময় অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সাথে একটি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রণয়ন করে জমা দিতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করার সময় এনডিএ এবং প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষ (যেমন, পরিবেশ অধিদপ্তর) থেকে অনাপত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। সুতরাং, আর কোনো পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে না।

বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এর হলুদের সমতুল্য। সরকারের ESS, GCF এবং পিকেএসএফ-এর নীতি ও মানগুলির মধ্যে সীমিত পার্থক্য রয়েছে। পিকেএসএফ-এর ESS GCF-এর অনুরূপ। GCF নীতিগুলির বেশ কিছু উপাদান রয়েছে, যা পিকেএসএফ-এর নীতিতে সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি যেমন SEAH, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি। তবে, এগুলো ESS 1 (ES ঝুঁকি এবং প্রভাবের মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা), ২ (শ্রম এবং কাজের অবস্থা) এবং ৩ (সম্পদ দক্ষতা এবং দূষণ প্রতিরোধ) পিকেএসএফ এর নীতিমালা। আমরা লক্ষ্য করেছি যে GCF এবং পিকেএসএফ-এর 'বি' বিভাগ সরকারের ECR-এর হলুদের সমতুল্য। একইভাবে উল্লিখিত নীতি এবং কৌশল একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রায় ১৫টি সহযোগী সংস্থা নির্বাচিত জেলার বিভিন্ন উপ-জেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। সুতরাং, প্রকল্পটি সাইট-নির্দিষ্ট যাচাই এবং IEs দ্বারা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হবে।

৪.৪ সাধারণ পরিবেশগত প্রভাব

৪.৪.১ কৃষি জমির উপরের মাটির ক্ষতি

বসতবাড়ি বা অন্যান্য ছোট আকারের অবকাঠামো যেমন আবাসন, স্যানিটেশন, কমিউনিটি ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম ইত্যাদি স্থাপনের সাথে জড়িত বিভিন্ন কাজের মধ্যে কয়েকটি। এই প্রতিটি কাজে মাটির কাজ একটি ভূমিকা পালন করে। এর জন্য মাটির উপকরণ লাগবে। কৃষি জমির উপরের মাটির স্তর থেকে মাটি নেওয়া কৃষি উৎপাদনকে হ্রাস করে কারণ এটি জমিকে উর্বর পুষ্টি থেকে বঞ্চিত করে। বর্জ্য জমি থেকে মাটি সংগ্রহ করে বা উপরের মাটি সংরক্ষণ করে এবং পরে পুনরুদ্ধার করে, এই ধরনের প্রভাব এড়ানো যায়। উপরন্তু, আশেপাশের ধারের গর্ত এবং পুকুরগুলি মাটি সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যা সেই অঞ্চলগুলিতে আরও মাছ উৎপাদনে সহায়তা করবে।

৪.৪.২ ড্রেনেজ কনজেশন/জলবদ্ধতা

ছোট অবকাঠামো নির্মাণ ক্রস ড্রেনেজ এর সাথে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং উচ্চ বৃষ্টিপাতের সময় সংলগ্ন এলাকায় বন্যা বা ড্রেনেজ ভিড়ের কারণ হতে পারে। এটি বাজারে বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে পারে এবং সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য, ফসলের ক্ষতি এবং চরম ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী কৃষি জমির ক্ষতির সম্ভাব্য ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। সম্ভাব্য নিষ্কাশন যানজট/জলবদ্ধতা সঠিকভাবে সমাধান করা উচিত এবং প্রকল্পের নকশা পর্যায়ে বিবেচনা করা উচিত।

৪.৪.৩ জীববৈচিত্র্যের উপর প্রভাব

প্রকল্পের কোনো কার্যক্রমের জন্য গাছ বা বন কাটার প্রয়োজন হবে না। বসতবাড়ির উচুঁকরণ করা হবে, কিছু ঘাস এবং ভেষজ ক্ষতি হতে পারে। কাঁকড়া হ্যাচারি বন্য কাঁকড়া ধরা কমিয়ে দেবে এবং একইভাবে প্রকৃতিতে কাঁকড়ার স্টক বাড়াবে, যা জীববৈচিত্র্যের উপর প্রকল্পের কার্যক্রমের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে।

৪.৪.৪ ধুলো এবং শব্দ দূষণ

ধুলো দূষণ ঘটে নির্মাণের সময় মাটি পরিচালনার ফলে এবং আরও নির্দিষ্টভাবে, পৃথিবীর পৃষ্ঠের জলের অভাবের ফলে। এই ধরনের দূষণ আবহাওয়া পরিস্থিতির একটি কাজ-শুষ্ক মৌসুমে, উপদ্রব বেশি হয়; বর্ষাকালে ধুলার উপদ্রব কমে যায়। প্রাক-নির্মাণ এবং নির্মাণ পর্যায়গুলি ধুলো জমার জন্য বেশি সংবেদনশীল। শব্দ দূষণ সাধারণত কিছু নির্মাণ-সম্পর্কিত কাজের কারণে হয়।

৪.৪.৫. পানি দূষণ

প্রকল্পটি কাঁকড়ার হ্যাচারি এবং চাষের প্রচার করবে, যার জন্য লবণাক্ত পানির প্রয়োজন হবে। হ্যাচারিটি ২৫ পিপিটি-র বেশি ধারণ করে গভীর সমুদ্রের পানি ব্যবহার করবে। এছাড়া কাঁকড়ার পুকুরেও লবণাক্ত পানির প্রয়োজন হবে। এই দুটি কার্যকলাপ নির্দিষ্ট সাইটের বর্তমান মাটির লবণাক্ততার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

৪.৪.৬ মাটির লবণাক্ততা

প্রকল্পটি কাঁকড়ার হ্যাচারি এবং চাষের প্রচার করবে, যার জন্য লবণাক্ত পানির প্রয়োজন হবে। হ্যাচারিটি ২৫ পিপিটি-র বেশি ধারণ করে গভীর সমুদ্রের পানি ব্যবহার করবে। এছাড়া কাঁকড়ার পুকুরেও লবণাক্ত পানির প্রয়োজন হবে। এই দুটি কার্যকলাপ নির্দিষ্ট সাইটের বর্তমান মাটির লবণাক্ততার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

৪.৫ সামাজিক প্রভাব

৪.৫.১ শ্রম এবং কাজের অবস্থা (পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা)

প্রকল্পটি শুধুমাত্র ছোটখাটো নির্মাণাধীন। ফলে শ্রমিকদের আহত হওয়ার আশঙ্কা বেশ কম। স্থানীয় শ্রমের সাহায্যে প্রকল্পের কার্যক্রম করা যেতে পারে। সুবিধাভোগিরা সাধারণত নিজেরাই প্রস্তাবিত কাজগুলি সম্পাদন করে। হ্যাচারি নির্মাণ, উচুঁকরণ নির্মাণের জন্য ময়লা কাটা, ছাগল বা ভেড়ার শস্যাগার নির্মাণ এবং ঘরবাড়ি পূর্ণনিমার্ণ সবই শ্রমের প্রয়োজন হবে। এই শ্রমের জন্য স্থানীয় সম্পদ বিদ্যমান। তাই প্রকল্পের জন্য বাইরের কোনো শ্রমিকের প্রয়োজন হবে না। উপরন্তু, জোরপূর্বক শ্রম বা শিশুশ্রমে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

৪.৫.২ সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা

ইট, সিমেন্ট, বালি, ইত্যাদিসহ নির্মাণ সামগ্রী স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করা হবে কারণ এই উপকরণগুলি ইউনিয়ন লেবেলের দোকানে সহজেই পাওয়া যায়। স্থানীয় আদিবাসী চালিত পরিবহনগুলি যেমন ম্যানুয়ালি চালিত ভ্যান সাধারণত বাজার থেকে স্থানীয় এলাকায় এই উপকরণগুলি পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই বাজারগুলি গ্রাম থেকে খুব অল্প দূরে অবস্থিত (ইউনিয়ন স্তরের বৃদ্ধি কেন্দ্র)। তাই, স্থানীয়ভাবে, প্রকল্পের জন্য ব্যাপক পরিবহন এবং ট্রাফিকের প্রয়োজন হবে না। জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়ানো এইভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে। কাঁকড়ার নার্সারি চালানোর জন্য গভীর সমুদ্রের পানি সংগ্রহ করাই একমাত্র প্রয়োজনীয় পরিবহন। যাইহোক, যেহেতু গভীর সমুদ্রের জল ইতিমধ্যে চিংড়ি হ্যাচারি থেকে জমা হচ্ছে, দূষণ আরও খারাপ হবে না। হ্যাচারি কার্যক্রম স্থানীয় সুন্দরবন কাঁকড়া ধরার জন্য মৃত্যুহার এবং সংশ্লিষ্ট অসুস্থতার উদ্বেগ কমিয়ে দেবে। এছাড়াও, পুনর্গঠন কার্যক্রম চলাকালীন সুবিধাভোগীরা একই বাড়িতে থাকবেন। ফলে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। ছাগল/ভেড়া পালনের কারণে গ্রামে দুর্গন্ধ ছড়াতে পারে।

৪.৫.৩ আদিবাসী/উপজাতি জনগণ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর প্রভাব

৪.৫.৩.১ বাংলাদেশের আদিবাসী/উপজাতি জনগণ

বাংলাদেশ ধর্মীয়, জাতিগত ও ভাষাগতভাবে একজাতীয়। এর প্রায় ১৬৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা প্রায় ৯০.৩৯ শতাংশ মুসলিম, প্রায় ৮.৫৪% হিন্দু এবং অন্যান্যরা প্রধানত বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্ম অনুসরণ করে। প্রায় ৯৯ শতাংশ বাংলা ভাষায় কথা বলে এবং জাতিগত এবং সাংস্কৃতিকভাবে বাঙালি হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

যাহোক, এর সমস্ত অঞ্চল জুড়ে, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর একটি বিশাল সংখ্যক তাদের স্বতন্ত্র জাতিগত বৈশিষ্ট্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে বসবাস করে। অন্য কথায়, তাদের অনেককেই জাতিসংঘের বিভিন্ন মানবাধিকার পত্রে সংজ্ঞায়িত 'আদিবাসী' হিসেবে বলা যেতে পারে।

বাংলাদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। সাম্প্রতিকতম আদমশুমারির পরিসংখ্যান (২০১১) জাতিগতভাবে বিচ্ছিন্ন তথ্য প্রদান করে না, তবে এটি জাতিগত মানুষের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১.৫ মিলিয়ন। তবে, উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও তাদের সংগঠনগুলো এই সংখ্যার সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, জাতিগত সংখ্যালঘুদের একটি শীর্ষ এডভোকেসি এবং নেটওয়ার্কিং সংস্থা, তাদের মোট জনসংখ্যা হিসাবে ৩ মিলিয়নের একটি পরিসংখ্যান দিয়েছে। যে কোনো ক্ষেত্রেই, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১-২% এর মধ্যে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বেশি হওয়া উচিত নয়।

এই জনসংখ্যার জেলাভিত্তিক বন্টন থেকে বোঝা যায় যে এদের মধ্যে ৫০% এরও বেশি খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং নওগাঁসহ চারটি জেলায় কেন্দ্রীভূত। ১৯টি জেলায় ১০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ এর মধ্যে জাতিগত জনসংখ্যা রয়েছে। বাকি ৪১টি জেলায় জাতিগত লোকের সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং, এই লোকেরা প্রধানত একটি কেন্দ্রীভূত এলাকায় বাস করে। প্রস্তাবিত ৭টি জেলার মধ্যে শুধুমাত্র কক্সবাজারের জনসংখ্যা ১০,০০০-এর বেশি যা ১৪,৫৫৭ (বিবিএস ২০২০-এ বিবিএস, ২০১১)। কক্সবাজার জেলায়, রাখাইন প্রধানত রামু ও টেকনাফ উপজেলায় (উপজেলা) কেন্দ্রীভূত। এ প্রকল্প কাঁকড়া হ্যাচারি উন্নয়নের জন্য কক্সবাজার সদর উপজেলা-কে বেছে নিয়েছে। রামু ও টেকনাফ উপজেলায় কোনো হ্যাচারি স্থাপন করা হবে না। সুতরাং, এই কার্যকলাপ সংস্কৃতি বা জমি বা জীবিকা প্রভাবিত করবে না উক্ত দুই উপজেলার মানুষের।

৪.৫.৩.২ RHL এর অধীনে 'উপজাতি জনগণ' সংজ্ঞায়িত করা

বাংলাদেশের একটি সমৃদ্ধ এবং জাতিগতভাবে বৈচিত্র্যময়। মোট জনসংখ্যার প্রায় ১.২ মিলিয়ন রয়েছে জাতিগত সংখ্যালঘু জনসংখ্যা। যদিও সরকার জাতিসংঘের আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র (UNDRIP) স্বীকৃতি দেয়, তবুও এটি জাতিগত সংখ্যালঘুদের আদিবাসী হিসাবে বিবেচনা করে না। আরএইচএল-এর ক্ষেত্রে 'উপজাতি জনগণ' পরিভাষাটির অর্থ হবে 'আদিবাসী জনগণ' যেমন GCF-এর আদিবাসী জনগণের নীতিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যাহোক, উপজাতীয় জনগণকে বৈচিত্র্যময় এবং পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বসবাস করতে দেখা যায় এবং কোনো একক সংজ্ঞা তাদের বৈচিত্র্যকে ধরতে পারে না। যেমন পিকেএসএফ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করে নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় TP-গুলি সনাক্ত করতে GCF-এর নির্দেশিকা ব্যবহার করবে:

a) একটি স্বতন্ত্র আদিবাসী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে আত্ম-পরিচয় এবং অন্যদের দ্বারা এই পরিচয়ের স্বীকৃতি;
b) ভৌগলিকভাবে স্বতন্ত্র আবাসস্থল, পূর্বপুরুষের অঞ্চল, বা ঋতুগত ব্যবহার বা পেশার এলাকাগুলির পাশাপাশি এই অঞ্চলগুলির প্রাকৃতিক সম্পদগুলির সাথে সম্মিলিত সংযুক্তি;
c) প্রথাগত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা মূলধারার সমাজ বা সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র বা পৃথক; এবং
d) একটি স্বতন্ত্র ভাষা বা উপভাষা, প্রায়শই তারা যে দেশ বা অঞ্চলে বাস করে তার অফিসিয়াল ভাষা বা ভাষা থেকে আলাদা। এর মধ্যে রয়েছে এমন একটি ভাষা বা উপভাষা যা বিদ্যমান ছিল কিন্তু বর্তমানে বিদ্যমান নেই এমন প্রভাবের কারণে, যা একটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর জন্য একটি স্বতন্ত্র ভাষা বা উপভাষা বজায় রাখা কঠিন করে তুলেছে।

৪.৫.৩.৩ আদিবাসী/উপজাতিদের যাচাই

আইপি/টিপিতে RHL প্রকল্পের প্রভাবগুলি স্ক্রীন করার জন্য GCF IPP প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে একটি স্ক্রিনিং চেকলিস্ট তৈরি করা হয়েছিল। নিম্নলিখিত টেবিল স্ক্রীনিং ফলাফল দেখায়.

সারণি ৩: আরএইচএল প্রকল্পের জন্য আইপি/টিপির স্ক্রীনিং

	আদিবাসী/উপজাতি জনগণ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর প্রভাব	
1.	আদিবাসীরা কি প্রকল্প এলাকায় (প্রভাবের প্রকল্প এলাকা সহ) উপস্থিত আছে?	না
2.	এটা কি সম্ভব যে প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশগুলি আদিবাসীদের দাবিকৃত জমি এবং অঞ্চলগুলিতে অবস্থিত হবে?	না
3.	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি সম্ভাব্যভাবে মানবাধিকার, ভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, অঞ্চল এবং আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত জীবিকাকে প্রভাবিত করবে (নির্বিশেষে আদিবাসীরা এই ধরনের এলাকার আইনি শিরোনাম ধারণ করে, প্রকল্পটি ভূমি ও অঞ্চলগুলির মধ্যে বা বাইরে অবস্থিত কিনা। ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর দ্বারা অধ্যুষিত, নাকি আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃত দেশ প্রশ্নবিদ্ধ)?	না

4.	সংশ্লিষ্ট আদিবাসীদের অধিকার এবং স্বার্থ, জমি, সম্পদ, অঞ্চল এবং ঐতিহ্যগত জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন বিষয়ে FPIC অর্জনের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত পরামর্শের অনুপস্থিতি আছে কি?	না
5.	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি আদিবাসীদের দাবিকৃত জমি এবং অঞ্চলগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এবং/অথবা বাণিজ্যিক উন্নয়ন জড়িত?	না
6.	আদিবাসীদের সম্পূর্ণ বা আংশিক শারীরিক বা অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতির সম্ভাবনা আছে , যার মধ্যে ভূমি, অঞ্চল এবং সম্পদে প্রবেশের সীমাবদ্ধতা রয়েছে?	না
7.	প্রকল্পটি কি তাদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত আদিবাসীদের উন্নয়ন অগ্রাধিকারের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে?	না
8.	প্রকল্পটি কি সম্ভাব্যভাবে আদিবাসীদের শারীরিক ও সাংস্কৃতিক বেঁচে থাকাকে প্রভাবিত করবে?	না
9.	প্রকল্পটি কি তাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও অনুশীলনের বাণিজ্যিকীকরণ বা ব্যবহারের মাধ্যমে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্ভাব্যভাবে প্রভাবিত করবে?	না

যাচাইয়ের ফলাফল

প্রকল্প এলাকার মধ্যে নগণ্য সংখ্যক জাতিগত সংখ্যালঘু (জেলার জনসংখ্যার প্রায় ১%) পাওয়া যায়। কক্সবাজারের রাখাইন সম্প্রদায়/গ্রাম প্রকল্প সাইট থেকে দূরে উচ্চভূমি এলাকায় বসবাস করে। যদিও এই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীটি প্রকল্পের সাইটে নেই, RHL এই গোষ্ঠীর কাছে স্মার্ট কাঁকড়া চাষের জ্ঞান প্রসারিত করবে। যেখানে সম্ভব, এই ব্যক্তিরা বিশেষ করে বাস্তুতন্ত্র ভিত্তিক অভিযোজন কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত প্রকল্পের নকশা এবং বাস্তবায়নের সাথে জড়িত থাকবে।

জেলা অনুসারে জাতিগত গোষ্ঠীর বন্টন সম্পর্কে তথ্যের অভাব রয়েছে। যাহোক, এই সমীক্ষাটি বাংলাদেশের জনসংখ্যার জাতিগত গোষ্ঠীগুলির শতাংশের ভাগ প্রদান করে (সারণী ৪)। পিকেএসএফ-এর মাঠ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও সাতক্ষীরা সহ তিনটি জেলায় রাখাইন ও মুন্ডা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে। কিছু মুন্ডা সম্প্রদায় সাতক্ষীরায় এবং রাখাইন পটুয়াখালী ও কক্সবাজারে বসবাস করে। তারা একটি ঘনীভূত এলাকায় বাস করে যা প্রকল্পের অবস্থান থেকে আলাদা। নীচের সারণি ৪ হিসাবে দেখায়, তারা সংখ্যায় নগণ্য। যাহোক, RHL প্রকল্প প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে যদি এই জাতিগোষ্ঠীর কেউ নির্বাচিত গ্রামে বসবাস করে।

সারণি ৪: বাংলাদেশের জনসংখ্যায় জাতিগত গোষ্ঠীর ভাগ

জাতিগত গোষ্ঠী	বাংলাদেশের জনসংখ্যার ভাগ (%)
বাংলা	৯৮
বিহারী	০.৩
চাকমা	০.৩
মেইতেই	০.১
খাসি	০.১
সাঁওতাল	০.১
গারো	০.১
ওরাওঁ	০.১
মুন্ডা	০.১
রাখাইন	০.১

সূত্র: https://www.worldatlas.com/articles/ethnic-groups-in-bangladesh.html

সম্প্রদায়ের সাথে বৈঠকে দেখা গেছে যে প্রকল্প এলাকায় কোন আদিবাসী নেই। বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন), ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি, এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ হল কিছু দলিল, যা আরও তথ্যের জন্য পরামর্শ করা হয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুসহ বিভিন্ন কারণে, কিছু সুবিধাভোগী হতে পারে যারা সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং উপজাতীয় সম্প্রদায়ের। যেহেতু নির্বাচিত জেলার মোট জনসংখ্যার তুলনায় এই গোষ্ঠীর শতাংশ নগণ্য, তাই এলোমেলো ভিত্তিক পরামর্শ তাদের কাছে পৌঁছাতে পারে না। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্র সকলের কাছে অনন্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা ও বিকাশের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ ছাড়া পিকেএসএফ-এর উপজাতীয়দের বিষয়ে একটি নীতিমালা রয়েছে। বাস্তবায়নের সময় প্রকল্প এলাকায় কোনো উপজাতি বা জাতিগত সম্প্রদায় পাওয়া গেলে, পিকেএসএফ কার্যক্রম বাস্তবায়নের আগে তাদের সাথে বিনামূল্যে, পূর্বে, অবহিত সম্মতি সহ যথাযথ পরিশ্রম করবে।

Annex 23-এ একটি আদিবাসী জনগণের পরিকল্পনা কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যা **GCF**-এর **IPP**-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এই পরিকল্পনা প্রযোজ্য হবে।

৪.৫.৪ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

এটা প্রত্যাশিত যে কোন উল্লেখযোগ্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সমস্যা হবে না কারণ প্রকল্পের কার্যক্রমে কোন উল্লেখযোগ্য নির্মাণ বা বিপজ্জনক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নয়। যাহোক, জল দূষণ এবং কর্মীদের মধ্যে সংক্রামক, সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট অসুস্থতার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। পিকেএসএফ পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা গ্রহণ করেছে। **AE** এই নির্দেশিকা অনুসরণ করে কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। যেহেতু, শ্রমিকদের স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থা করা হবে, অস্থায়ী ক্যাম্পের প্রয়োজন হবে না কারণ স্থানান্তরের কোনো সমস্যা নেই । প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা প্রকল্পে কাজ করার সময় যে কোনো ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটলে তা পরিচালনা করার পরামর্শ দেয়। এছাড়াও, প্রকল্পটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে শ্রমিকদের জন্য শক্ত টুপি, জুতা এবং গ্লাভস নিশ্চিত করবে।

৪.৫.৫ মানবাধিকার

দেশের মানবাধিকার বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত। এটি সংবিধানের তৃতীয় অংশে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকার তার নাগরিকের অধিকার রক্ষার জন্য মানবাধিকার কমিশন গঠন করেছে। মানবাধিকার কমিশন আইনটি ২০০৯ সালে প্রণীত হয়েছিল। আইনটি মানবাধিকারকে "জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সাম্যের অধিকার এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত করা ব্যক্তির মর্যাদার অধিকার এবং অন্যান্য মানবাধিকার হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে। যেগুলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের অধীনে ঘোষিত এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য।" বাংলাদেশ ইউএনএইচআর সম্পর্কিত সকল কনভেনশন এবং চুক্তির স্বাক্ষরকারী। কিছু চুক্তি এবং কনভেনশনের তালিকা একটি উদাহরণ হিসাবে নীচের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি ৫: উপজাতি জনগণ সহ ইউএনএইচআর সম্পর্কিত কনভেনশন এবং চুক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান

ক্র:নং	চুক্তির নাম	স্বাক্ষর তারিখ	অনুমোদনের তারিখ
১	নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশন		০৫ অক্টোবর ১৯৯৮ (ক)
২	নির্যাতনের বিরুদ্ধে কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রোটোকল (**CAT-OP**)		

৩	নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (সিসিপিআর)		০৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ (ক)
৪	মৃত্যুদণ্ড বিলোপের লক্ষ্যে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বিতীয় ঐচ্ছিক প্রটোকল (CCPR-OP2-DP)		
৫	এনফোর্সড ডিসপিয়ারেন্স (সিইডি) থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য কনভেনশন		
৬	আন্তঃরাজ্য যোগাযোগ পদ্ধতি 11-এর অধীনে আন্তর্জাতিক কনভেনশন ফর দ্য প্রোটেকশন অফ অল পার্সন ফ্রম ইনফোর্সড ডিসপিয়ারেন্স (CED, Art.32)		
৭	নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন (CEDAW)		০৬ নভেম্বর ১৯৮৪ (ক)
৮	জাতিগত বৈষম্যের সকল প্রকার নির্মূলে আন্তর্জাতিক কনভেনশন (CERD)		১১ জুন ১৯৭৯ (ক)
৯	অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (সিইএসসিআর)		০৫ অক্টোবর ১৯৯৮ (ক)
১০	সমস্ত অভিবাসী শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার রক্ষার আন্তর্জাতিক কনভেনশন (CMW)	০৭ অক্টোবর ১৯৯৮	২৪ আগস্ট ২০১১
১১	শিশু অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন (CRC)	২৬ জানুয়ারী ১৯৯০	০৩ আগস্ট ১৯৯০
১২	সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে শিশু অধিকারের কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রটোকল (CRC-OP-AC)	০৬ সেপ্টেম্বর ২০০০	০৬ সেপ্টেম্বর ২০০০
১৩	শিশুদের শিশু পতিতাবৃত্তি এবং শিশু পর্নোগ্রাফি বিক্রির উপর শিশু অধিকারের কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রোটোকল (CRC-OP-SC)	০৬ সেপ্টেম্বর ২০০০	০৬ সেপ্টেম্বর ২০০০
১৪	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন (CRPD)	০৯ মে ২০০৭	৩০ নভেম্বর ২০০৭

কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংস্থার দ্বারা এই চুক্তিগুলির যে কোনও একটি লঙ্ঘন ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং উপরে উল্লিখিত জাতীয় আইন এবং আইনগুলিতে প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য, কিছু চুক্তি যেমন নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের কনভেনশন (CEDAW), ইন্টারন্যাশনাল কভেন্যান্ট অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস (সিইএসসিআর), শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন (CRPD) প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এগুলি উপরে বর্ণিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯-এ মানবাধিকারের সংজ্ঞা দ্বারাও সমর্থিত।

প্রকল্প হস্তক্ষেপ সম্প্রদায় ভিত্তিক এবং বহিরাগত শ্রম প্রয়োজন হবে না। তাই, মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি, বিশেষ করে নারী, প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য জাতিগত সংখ্যালঘু (যদি থাকে) বাহ্যিক উৎস থেকে খুব সীমিত বা অনুপস্থিত। কিন্তু, প্রকল্পের হস্তক্ষেপ বিশেষ করে কাঁকড়া চাষ এবং ছাগল/ভেড়া পালনে শিশুশ্রমকে নিয়োজিত করার কিছু অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি রয়েছে। এটি পরিবারের সদস্যদের দ্বারা ঘটতে পারে।

৪.৫.৫ যৌন শোষণ, অপব্যবহার এবং যৌন হয়রানি (SEAH)

বাংলাদেশের সমাজে যৌন শোষণ, অপব্যবহার এবং যৌন হয়রানি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কারণ অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণ খুবই সীমিত। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৭২.৬ শতাংশ) নারী যারা বিবাহিত, বা কখনও বিবাহিত, তারা অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা কোনো না কোনো ধরনের সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছেন।[2]আরও দেখা গেছে যে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি (৩৫.৩ শতাংশ) মহিলা যারা কখনও বিবাহ করেননি তারা অ-সঙ্গী শারীরিক বা যৌন সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছে, যেমনটি বর্তমান বা পূর্বে বিবাহিত মহিলাদের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি (২৮.৩ শতাংশ)। এমন অনেক গবেষণা রয়েছে যা যৌন হয়রানি বা শোষণ বা অপব্যবহারের প্রমাণও দেখায় বিশেষ করে বিভিন্ন কাজের জায়গায়।

১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি - বাংলাদেশের মূল দণ্ডবিধি, ঔপনিবেশিক আমল থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত - বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও যৌন সহিংসতা থেকে নারীদের রক্ষা করার বিধান রয়েছে। ১৯৯২ সালে, মহিলাদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কমিটি তার সাধারণ সুপারিশ নং ১৯ জারি করেছে। এটি নিশ্চিত করেছে যে যৌন হয়রানি লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার একটি রূপ এবং অনুচ্ছেদ ১ এর অর্থের মধ্যে বৈষম্যের একটি রূপ। নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের কনভেনশনের (CEDAW)। [3]বাংলাদেশ সরকার ৬ নভেম্বর ১৯৮৪-এ CEDAW অনুমোদন করে। ১১ অনুচ্ছেদ সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে এবং নারী ও পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতি দেয়। উপরে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, CEDAW কমিটির সাধারণ সুপারিশ নং ১৯ (১৯৯২), "নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা" শিরোনামে, নিশ্চিত করে যে যৌন হয়রানিসহ লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা এক ধরনের বৈষম্য। CEDAW-এর নিবন্ধ ১১-এ মন্তব্য করে, যা কর্মসংস্থানে মহিলাদের প্রতি বৈষম্যের সাথে সম্পর্কিত, CEDAW কমিটি জোর দিয়েছিল যে, কর্মক্ষেত্রে নারীরা যখন লিঙ্গ-নির্দিষ্ট সহিংসতার শিকার হয়, যেমন কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হয় তখন কর্মসংস্থানে সমতা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়াও সরকার নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূলের বিষয়ে জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র, ১৯৯৩ এবং বেইজিং ঘোষণা এবং কর্মের জন্য প্ল্যাটফর্ম, ১৯৯৫ অনুমোদন করেছে।

সরকার নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে নিপীড়ন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ প্রণয়ন করেছে, যেখানে ধর্ষণের মাধ্যমে নারী বা শিশুকে হত্যার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। পাঁচ বছর পরে, আইনটি বাতিল করা হয় এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (WCRPA) দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়।[৪]

মাননীয় হাইকোর্ট যৌন হয়রানি মুক্ত শিক্ষা ও কর্ম পরিবেশ সংক্রান্ত একটি নীতি গ্রহণ করেন এবং দেশের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানে এই নীতি বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। নীতিমালা অনুযায়ী, প্রতিটি সংস্থা যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানির অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত এবং প্রতিকারের জন্য একটি কমিটি গঠন করবে। পিকেএসএফ কঠোরভাবে এই নীতি অনুসরণ করে.

যাহোক, প্রকল্পের হস্তক্ষেপ দ্বারা SEAH হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ, নির্বাচিত নারী সদস্যরা অনেক কার্যক্রমে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকবেন কারণ এগুলো তাদের বসতবাড়ি এবং আশেপাশের এলাকায় বাস্তবায়িত হবে। উপরন্তু, কিছু মহিলা কাঁকড়া খামারে কাজ করার জন্য দূরে যেতে হতে পারে। খামারে কাজ করার সময় বা বাড়ি থেকে খামারে ভ্রমণ করার সময় তাদের SEAH-এর ঝুঁকি থাকতে পারে এবং এর বিপরীতে। তবে ঝুঁকি খুবই সীমিত বা নগণ্য। কিন্তু চ্যালেঞ্জ হল যে কোনও মহিলা স্বীকার হলে, তিনি লজ্জা বা মর্যাদা হারানোর ভয়ে প্রকাশ করতে চান না। IE স্তরে, এমন মহিলা কর্মী থাকতে পারে যাদের নির্বাচিত গ্রামে ঘন ঘন ভ্রমণ করতে হবে। এই কর্মীরা একই ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। একইভাবে পিএমইউ স্তরেও মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হতে পারে। এই মহিলা কর্মীদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘন ঘন ফিল্ড ভিজিট করতে হবে। এইভাবে, তারা SEAH-এর সংস্পর্শে আসতে পারে। যৌন হয়রানি সংক্রান্ত হাইকোর্টের নির্দেশিকা এই প্রকল্পে SEAH প্রকল্পে প্রয়োগ করা হবে।

---

[2]বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রতিবেদন (VAW) সমীক্ষা 2015, 2016।

[3]CEDAW, 1979 সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত 'নারীর অধিকারের আন্তর্জাতিক বিল' হিসাবে বিবেচিত হয়। আরও তথ্য জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সাথে যুক্ত SEAH সম্পর্কিত ঝুঁকির মূল্যায়ন

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বিভিন্ন ধরনের অংশীজন জড়িত থাকবে। কেন্দ্রীয় স্তরে, পিকেএসএফ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU) প্রতিষ্ঠা করবে যেখানে কাঙ্খিত সংখ্যক মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই কর্মীদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একা বা পুরুষ সহকর্মীদের সাথে ভ্রমণ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, মহিলা কর্মীরা SEAH-সম্পর্কিত ঝুঁকি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। অফিসেও তাদের স্বীকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাগুলি মহিলা কর্মীদেরও নিয়োগ করতে পারে যাদেরকে কমিউনিটি মোবিলাইজেশন, CCAG কার্যক্রম, দৃশ্যমান কার্যক্রম ইত্যাদির জন্য গ্রাম পর্যায়ে ভ্রমণ করতে হবে। প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণের জন্য তাদের ঢাকা বা অন্যান্য এলাকায় ভ্রমণ করতে হবে। প্রকল্প এই সমস্ত ভ্রমণ SEAH এর ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তদুপরি, পুকুর এবং খাল পুনঃখননের জন্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলা শ্রমিকরা মাটির কাজে অংশ নিতে পারে। তারা বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত হতে পারে, যার মধ্যে কর্মস্থলে স্যানিটেশন সুবিধার অভাব, ইভটিজিং, যৌন শোষণ ও হয়রানি, মজুরি বৈষম্য ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

GVB এবং SEAH সুরক্ষার জন্য কর্ম পরিকল্পনা ম্যাট্রিক্স

ক্র:নং	চিহ্নিত ঝুঁকি	প্রশমন ব্যবস্থা	দায়িত্ব	বাজেটের উৎস
১.	মজুরি বৈষম্য	• CCAG মিটিং এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি। • মাটির কাজের সময় পুরুষ ও মহিলা শ্রমের সমান পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা। • ইউনিয়ন পর্যায়ে (বাংলাদেশের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট) অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা স্থাপন করা।	IE এবং CCAG সদস্যরা	অতিরিক্ত বাজেটের প্রয়োজন নেই
২.	কর্মস্থলে স্যানিটেশন সুবিধার অভাবের কারণে যৌন হয়রানি এবং/অথবা ইভটিজিং	• পুরুষ ও মহিলা উভয় সদস্যের জন্য কর্মস্থলে অস্থায়ী পৃথক স্যানিটেশন সুবিধা। • ইউনিয়ন পর্যায়ে (বাংলাদেশের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট) অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা স্থাপন করুন।	IE এবং স্থানীয় ঠিকাদার	প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমে বাজেট তৈরি করা হয়।
৩.	কর্মস্থলে এবং যাওয়ার পথে যৌন হয়রানি এবং/অথবা ইভটিজিং	• ইউনিয়ন পর্যায়ে (বাংলাদেশের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট) অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা স্থাপন	EE এর তত্ত্বাবধানে IE	

		করা।		
৪.	পিকেএসএফ স্তরে SEAH এর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি	• এই প্রকল্পের জন্য পিকেএসএফ-এর নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে (পরিশিষ্ট ২৫) • প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য গণপরিবহনের পরিবর্তে সরকারি যানবাহন নিশ্চিত করা হবে।	পিকেএসএফ	অতিরিক্ত বাজেটের প্রয়োজন নেই
5	সহযোগী সংস্থায় SEAH এর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি	• প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত প্রশিক্ষণে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য SEAH এবং GBV সম্পর্কিত সেশনগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। • মহিলা কর্মীদের আবাসন পৃথকভাবে মহিলা কর্মীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন বিবেচনা করে ব্যবস্থা করা হবে। • প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে।	পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থা	বিদ্যমান প্রশিক্ষণ বাজেট

* প্রতিটি ক্ষেত্রে, পিকেএসএফ-এর লিঙ্গ নীতি এবং GRM প্রযোজ্য হবে। পিকেএসএফ দৃঢ়ভাবে SEAH এবং GBV-এ জিরো-টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে। এটি পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থা উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য।

৪.৫.৭. লিঙ্গ সমতা

বাংলাদেশের সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সুস্পষ্ট। সাধারণত পুরুষরা আয় উপার্জন এবং পরিবারের জীবনযাত্রার ব্যয় বজায় রাখার দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত এবং মহিলারা সাধারণত শিশু যত্ন, রান্না ইত্যাদি সহ গৃহস্থালীর কাজগুলি বজায় রাখে। ফলস্বরূপ, পুরুষদের অভিভাবকত্ব এবং মহিলাদের নির্ভরতার সংস্কৃতি বিরাজ করে, যেখানে মহিলারা ঐতিহ্যগতভাবে সীমাবদ্ধ থাকে। ব্যক্তিগত গোলক। [4]নারী ও পুরুষের মধ্যে এই ধরনের অসমতা এবং ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা বাংলাদেশে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার মূল কারণগুলির মধ্যে একটি। [5]যাইহোক, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নারীর শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ ক্রমাগত বেড়েছে, যা বাংলাদেশের শ্রমবাজারে সবচেয়ে লক্ষণীয় পরিবর্তনগুলোর একটি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। [6]দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব সরকার স্বীকার করার কারণেই এটি ঘটছে।

[4] সোহেলা নাজনীন , "বাংলাদেশে নারী আন্দোলন: একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং বর্তমান বিতর্ক", FES বাংলাদেশ কান্ট্রি স্টাডি, ২০১৭

[5] জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকার কাউন্সিল, নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদকের প্রতিবেদন, এর কারণ ও পরিণতি, রশিদ মঞ্জু : মিশন টু বাংলাদেশ (২০-২৯ মে ২০১৩), A/AHC/26/38/Add.2(2014) .

[6] সেলিম রায়হান ও সায়েমা হক বিদিশা , বাংলাদেশে নারী কর্মসংস্থানের স্থবিরতা: বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির উপর অর্থনৈতিক সংলাপের উপর একটি গবেষণা পত্র (এশিয়া ফাউন্ডেশন, ২০১৮)।

ILO কনভেনশন নং ১১১ লিঙ্গ, জাতি, [7]বর্ণ , ধর্ম, রাজনৈতিক মতামত, জাতীয় নিষ্কাশন এবং সামাজিক উৎসসহ বিভিন্ন কারণে কর্মসংস্থানে বৈষম্যকে সম্বোধন করে। এটির প্রয়োজন যে সদস্য রাষ্ট্রগুলি বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে সুযোগ এবং চিকিৎসার সমতা উন্নীত করার জন্য ডিজাইন করা একটি জাতীয় নীতি ঘোষণা এবং অনুসরণ করে৷ বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে কনভেনশনটি অনুসমর্থন করে৷ বাংলাদেশ এই কনভেনশনটি অনুসমর্থন ও কার্যকর করেছে৷

নারী ও মেয়েদের প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দূরীকরণ ও প্রতিরোধের বিষয়ে কমিশনের সম্মত উপসংহার, ২০১৩, "পরিবর্তনশীল বিশ্বে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন" বিষয়ে সম্মত উপসংহারে, কমিশন ২০১৭ সালে [8]গৃহীত কাজের জগতে, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে সব বয়সের নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংসতা ও হয়রানি দূর করতে আইন ও নীতি প্রণয়ন, শক্তিশালী ও প্রয়োগ করার জন্য সব স্তরের সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে৷ এটি রাজ্যগুলিকে অ-সম্মতির ক্ষেত্রে কার্যকর প্রতিকারের উপায় সরবরাহ করার আহ্বান জানিয়েছে৷ ২০১৮ সালে কমিশনের সম্মত উপসংহারে কর্মক্ষেত্রে এবং স্কুলে হয়রানিসহ সমস্ত মহিলা ও মেয়েদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও নির্মূল করার জন্য সরকারি কর্মসূচি এবং কৌশলগুলির আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে৷ এই উপসংহারগুলি যৌন হয়রানির শিকার/শিকার বা যারা যৌন হয়রানির ঝুঁকিতে রয়েছে তাদের জন্য কার্যকর আইনি, প্রতিরোধমূলক এবং সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছে৷[9]

কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার বিষয়ে বাংলাদেশী আইনের ভিত্তি সংবিধান থেকেই উদ্ভূত৷ অনুচ্ছেদ ২৮ সমতা এবং অ-বৈষম্যের নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে, অনুচ্ছেদ ২৮(২) বিশেষভাবে বলে যে "রাষ্ট্র ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীদের পুরুষদের সমান অধিকার থাকবে"। লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করার জন্য, দেশ সাংবিধানিক আইন, ফৌজদারি আইন (দণ্ডবিধি, ১৮৬০), নারী ও শিশু প্রণয়ন করেছে৷ নির্যাতন দমন আইন (নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন), ২০০০; গার্হস্থ্য সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০; এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬৷

লিঙ্গ সংবেদনশীল নকশার কারণে প্রকল্প এলাকার পুরুষ, মহিলা এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করার জন্য প্রকল্পের কার্যক্রমের ঝুঁকি রয়েছে৷ ঠিকাদার মহিলা শ্রমিকদের কম মজুরি দিতে পারে । এছাড়াও, শিশু এবং কিশোরী মেয়েরা প্রকল্পের কার্যক্রমে জড়িত হতে পারে৷ কমিউনিটি ভিত্তিক পন্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলো সমাধান করা হবে৷ CCAG সদস্যরা প্রস্তাবিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে মূল অভিনেতা, প্রকল্পটি CCAGs গঠনের সময় ৮০% মহিলা নিয়োজিত করবে৷ তারা সক্রিয়ভাবে প্রকল্পে অংশগ্রহণ করবে৷ তাই বৈষম্য করা উচিত নয়৷

[7]90আইএলও , বৈষম্য (কর্মসংস্থান ও পেশা) কনভেনশন, ১৯৫৮ (নং ১১১)।

[8]কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেন, ওয়ার্কিং ওয়ার্ল্ডে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: ২০১৭ কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অফ উইমেন অ্যাগ্রিড কনক্লুশন, ২০১৭।

[9]নারীর অবস্থা, জেন্ডার সমতা অর্জনে চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ এবং গ্রামীণ নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন বিষয়ে কমিশন: ২০১৮ কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেন অ্যাগ্রিড কনক্লুশন, 2018, পৃ.11

৫.০ পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৫.১ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMP)

অধ্যায় ৪ এ সম্পাদিত E&S প্রভাবের উপর ভিত্তি করে, প্রকল্পটি একটি ESMP ম্যাট্রিক্স প্রস্তুত করেছে৷ ESMP ম্যাট্রিক্স নীচে উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি ৫: পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ম্যাট্রিক্স

ES প্রভাব	প্রশমন ব্যবস্থা	বাজেট	দায়িত্ব	
			বাস্তবায়ন	তত্ত্বাবধান
পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি	হ্যাচারিগুলো ডি-ক্লোরিনেশন সুবিধা দিয়ে ডিজাইন করা হবে৷	হ্যাচারি নির্মাণে বাজেট করা হয়৷	সহযোগী সংস্থা	পিএমইউ
হ্যাচারি স্থাপনের কারণে উৎপাদনশীল জমি হারাচ্ছে	হ্যাচারি স্থাপনের জন্য লবণাক্ততা আক্রান্ত জমি বেছে নেওয়া হবে৷ কোন কৃষি/উৎপাদনশীল জমি ব্যবহার করা হবে না৷ শুধুমাত্র অনুর্বর ও পতিত জমি, আশেপাশের ধারের গর্ত এবং পুকুর হ্যাচারি প্ল্যান্ট স্থাপন এবং মাটি সংগ্রহের জন্য বিবেচনা করা হবে৷	আবশ্যক না	সহযোগী সংস্থা	পিএমইউ
মাটির লবণাক্ততা বাড়ছে	ইতিমধ্যেই লবণাক্ত ক্ষতিগ্রস্থ জমিতে কাঁকড়া চাষ ও হ্যাচারি কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে৷	আবশ্যক না	সহযোগী সংস্থা	পিএমইউ
বসতভিটা এলাকায় ঘাস এবং ঔষধি ক্ষতি	বৃক্ষরোপণ ও সবজি চাষ নিশ্চিত করা হবে উঁচু প্লিন্থে৷	বাজেট লাইন আইটেম	সহযোগী সংস্থা	পিএমইউ
প্রকল্পটিতে ছোটখাটো নির্মাণ কার্যক্রম থাকায় শ্রমিকরা আহত হতে পারে৷	পিকেএসএফ পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা গ্রহণ করেছে৷ AE এই নির্দেশিকা অনুসরণ করে কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে৷ যেহেতু, শ্রমিকদের স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থা করা হবে, স্থানান্তরের কোনো সমস্যা না থাকায় অস্থায়ী ক্যাম্পের প্রয়োজন হবে না৷ শ্রমিকদের ফার্স্ট	স্থানীয় ঠিকাদার সহযোগী সংস্থা দ্বারা সংগৃহীত	স্থানীয় ঠিকাদার	সহযোগী সংস্থা ও পিএমইউ

	এইড বক্স, হ্যান্ড গ্লাভস, হার্ড টুপি ও গামবুট দেওয়া হবে। শ্রমিকদের স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থা করা হবে, বিশ্রাম নেওয়ার জন্য অস্থায়ী ক্যাম্পের প্রয়োজন হবে না।			
কাঁকড়া ধরাকারীদের মৃত্যু এবং আঘাতের ঝুঁকি হ্রাস	ক্র্যাবলেটের উপকারিতা এবং প্রাকৃতিক কাঁকড়া ধরার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে CCAG মিটিংয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম সম্পাদিত হবে।	বাজেট লাইন আইটেম	সহযোগী সংস্থা	পিএমইউ
সুবিধাভোগীরা আহত হতে পারে কারণ তারা একই বাড়িতে বসবাস করবে যখন পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।	ঠিকাদাররা নির্মাণাধীন এবং অন্য একটি কক্ষের মধ্যে অস্থায়ী বিভাজন করে সুরক্ষা ব্যবস্থা নেবে।	বাজেট লাইন আইটেম	সহযোগী সংস্থা, CCAGs, ঠিকাদার এবং পিএমইউ	CCAG, সহযোগী সংস্থা এবং পিএমইউ
ধূলিকণা এবং বায়ু দূষণ	কাঁকড়া হ্যাচারির জন্য উপকরণ পরিবহনের সময় পেট্রোল বা ডিজেলের পরিবর্তে সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস চালিত যান ব্যবহার করা হবে।	আবশ্যক না	ঠিকাদার	সহযোগী সংস্থা
ল্যাট্রিন নির্মাণের কারণে পানি দূষণ	স্যানিটারি ল্যাট্রিনগুলি তৈরি করা হবে আধা- পাকা এবং ওয়াই- চেম্বারযুক্ত টুইন-পিট ল্যাট্রিন। এসব গর্ত একের পর এক ব্যবহার করা হবে। এদিকে, যখন একটি গর্ত ভরাট করা হবে তখন তা পরিষ্কার করা হবে এবং শোধিত বর্জ্য কোনো খোলা জলাশয়ে ফেলা হবে না। অধিকন্তু, ভূপৃষ্ঠের জল দূষণ রোধ করতে ল্যাট্রিন পিট এবং কাছাকাছি জলের উত্সগুলির মধ্যে ন্যূনতম ৩০ ফুট দূরত্ব বজায় রাখা হবে।	বাজেট লাইন আইটেম	সহযোগী সংস্থা	পিএমইউ
কিশোর কাঁকড়া সংগ্রহের কারণে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি	এটি নিশ্চিত করা হবে যে প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা চাষের জন্য কিশোর কাঁকড়া ধরতে সুন্দরবনে যাবেন না।	আবশ্যক না	সহযোগী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা ও পিএমইউ

	তদ্ব্যতীত, প্রকল্পটি অন্যান্য কাঁকড়া সংগ্রহকারীকে এই প্রকল্পের অধীনে উত্পাদিত হ্যাচারি এবং কাঁকড়া নার্সারি থেকে ক্র্যাবলেট এবং কিশোরদের ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করবে। CCAG সদস্যরা কাঁকড়া খামারের টেকসই অনুশীলনের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।			
নির্মাণ কার্যক্রমের কারণে ধুলো ও শব্দ দূষণ	নির্মাণস্থলে পানি ছিটানো নিশ্চিত করা হবে। যন্ত্রপাতি যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করা হবে।	আবশ্যক না	সহযোগী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা ও পিএমইউ
দূষণ (যেমন, পানি, গন্ধ)	ছাগলের লিটার বাক্স এবং লিটার নিয়মিতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করা হবে। জৈব সার তৈরিতে ছাগল/ভেড়ার সার ব্যবহার করা হবে। ছাগলের ঘরের নিচে পলিথিনের চাদর দেওয়া হবে যাতে ছাগলের প্রস্রাব ও মুখমণ্ডল সহজে দূর করা যায়। কাঁকড়া চাষ শুধুমাত্র সেসব জমিতে সীমাবদ্ধ থাকবে যেগুলি ইতিমধ্যে লবণাক্ত হয়ে গেছে। এ ছাড়া হ্যাচারির নকশায় লবণাক্ততা-নিরাময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।	আবশ্যক না	সহযোগী সংস্থা	পিএমইউ
এমন সামগ্রী ব্যবহার করা যা ভাল অনুশীলন হিসাবে বিবেচিত হয় না	নির্মাণ সামগ্রী যেমন ইট, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি টেকসই পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা হবে। যে সামগ্রীগুলি ভাল অনুশীলন হিসাবে বিবেচিত হয় না তা কোনও পরিস্থিতিতেই ব্যবহার করা হবে না।	আবশ্যক না	স্থানীয় ঠিকাদার	সহযোগী সংস্থা ও পিএমইউ
যেহেতু প্রকল্পটি দুর্যোগপ্রবণ উপকূলীয় এলাকায় বাস্তবায়ন করা হবে, তাই সুবিধাভোগী এবং প্রকল্প-সমর্থিত	সরকার স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ডিজাস্টার (এসওডি) গ্রহণ করেছে যা যেকোনো দুর্যোগে সাড়া দেওয়ার জন্য একটি আইনি আদেশ। এসওডি কেন্দ্রীয় থেকে ইউনিয়ন স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের	আবশ্যক না	সহযোগী সংস্থা এবং CCAG সদস্যরা	CCAG সদস্য, সহযোগী সংস্থা ও পিএমইউ

কাঠামো ঘূর্ণিঝড় ও ঝড়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে৷	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা এবং দায়িত্বগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে৷ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) হল এসওডি-এর অধীনে একটি প্রাণবন্ত ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মডেল হিসেবে পরিচিত । এই বিদ্যমান কর্মসূচিতে দুর্যোগের সময় গ্রামের মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছানোর ক্ষমতা রয়েছে৷ জরুরী প্রতিক্রিয়া এই প্রোগ্রামের অধীনে বাহিত হয় . অতএব, এই প্রকল্পের জরুরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করার প্রয়োজন নেই৷ যাইহোক, প্রকল্পটি সিসিএজি বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি) দ্বারা জারি করা আগাম সতর্কতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে, জরুরী সহায়তা পাওয়ার তথ্য যা কেন্দ্রীয়ভাবে সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়, ক্যাট ৪ বা ৫ ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে তাদের আশ্রয়ে যেতে সহায়তা করবে৷ ইত্যাদি			

প্রকল্পটি সহযোগী সংস্থা এর কর্মীদের ES সুরক্ষা এবং স্ক্রীনিং, ESIA, ESMP, ভূমিকা এবং বিভিন্ন অংশীজন যেমন সহযোগী সংস্থা নিজেই, CCAG সদস্য এবং পিকেএসএফ এর পিএমইউ-এর ভূমিকা সহ এর বাস্তবায়ন পদ্ধতির উপর দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করবে৷ ESMP বাস্তবায়নের জন্য বাজেট: ESMP ম্যাট্রিক্স অনুসারে, বেশিরভাগ ব্যবস্থার জন্য বাজেটের প্রয়োজন হবে না। যাইহোক, কিছু স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য কিছু বাজেটের প্রয়োজন হতে পারে। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য আনুমানিক ইউএসডি ৩,০০০ এর প্রয়োজন হতে পারে।

৫.২ পরিবেশ ও সামাজিক পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা

পরিবেশগত এবং সামাজিক পর্যবেক্ষণ ESMP এর আরেকটি অংশ৷ এই পর্যবেক্ষণের মধ্যে রয়েছে: (i) পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার সাথে প্রাসঙ্গিক ডেটা/তথ্যের পদ্ধতিগত সংগ্রহের জন্য একটি জরিপ এবং বাস্তবসম্মত নমুনা প্রোগ্রামের পরিকল্পনা করা; (ii) জরিপ পরিচালনা; (iii) সংগৃহীত নমুনা এবং তথ্য/তথ্যের বিশ্লেষণ এবং উপাত্ত ও তথ্যের ব্যাখ্যা; এবং (iv) ES সম্মতি নিশ্চিত করতে প্রতিবেদন তৈরি করা৷ উপরোক্ত প্রশমন ব্যবস্থাগুলি মাঠ পর্যায়ে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা পিএমইউ-এর ES

কর্মীরা পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এই মনিটরিং প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় কোন নতুন বা অতিরিক্ত নেতিবাচক বা ইতিবাচক প্রভাব পাওয়া যায় কিনা তা নিশ্চিত করবে। এর উপর ভিত্তি করে, ESS কর্মীরা সেই নতুন প্রভাবগুলি মোকাবেলার জন্য ব্যবস্থার পরামর্শ দেবেন। নিম্নলিখিত টেবিলটি ES পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনার জন্য টেমপ্লেট প্রদান করে। পরিকল্পনাটি দুটি ধরণের পর্যবেক্ষণ নিয়ে গঠিত: ১) প্রশমন ব্যবস্থার কার্যকারিতার জন্য পর্যবেক্ষণ; এবং ২) সাধারণ ইএস প্রভাব পর্যবেক্ষণ। টেমপ্লেটে থাকা তথ্য সহযোগী সংস্থাগুলি দ্বারা সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন।

এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং প্ল্যানের টেমপ্লেট

ক) প্রশমন পর্যবেক্ষণ							
প্রশমন, এবং পরিবেশগত নির্দেশক	অবস্থান	পদ্ধতি/পদ্ধতি	ফ্রিকোয়েন্সি / সময়কাল	বেসলাইন / ইএস পারফরম্যান্স স্ট্যান্ডার্ড	দায়িত্ব		আনুমানিক খরচ
					বাস্তবায়ন	বিশ্লেষণ/ প্রতিবেদন	
সাব প্রকল্পের শুরুতে কার্যক্রম							
প্রশমন/ নির্দেশক							
প্রশমন/ নির্দেশক							
বাস্তবায়ন পর্যায়ে কার্যক্রম							
প্রশমন/ নির্দেশক							
প্রশমন/ নির্দেশক							
অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ফেজ কার্যক্রম							
প্রশমন/ নির্দেশক							
প্রশমন/ নির্দেশক							

<table>
<tr><td colspan="8">খ) পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব পর্যবেক্ষণ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ES প্রভাব ও সূচক</td><td rowspan="2">অবস্থান</td><td rowspan="2">পদ্ধতি/পদ্ধতি</td><td rowspan="2">ফ্রিকোয়েন্সি / সময়কাল</td><td rowspan="2">বেসলাইন / এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ড</td><td colspan="2">দায়িত্ব</td><td rowspan="2">আনুমানিক খরচ</td></tr>
<tr><td>বাস্তবায়ন</td><td>বিশ্লেষণ/প্রতিবেদন</td></tr>
<tr><td colspan="8">সাব প্রকল্পের শুরুতে কার্যক্রম</td></tr>
<tr><td>প্রভাব/সূচক</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>প্রভাব/সূচক</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়</td></tr>
<tr><td>প্রভাব/সূচক</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>প্রভাব/সূচক</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

ফ্রিকোয়েন্সি / সময়কাল পর্যবেক্ষণ:
কতবার (বার্ষিক/দ্বৈবার্ষিক) বায়োফিজিক্যাল বা সামাজিক নমুনা সংগ্রহ করা হবে এবং মোট কত সময়কালে নমুনা নেওয়া হবে।

বেসলাইন / পরিবেশগত মানদণ্ড:
বেসলাইন-প্রি-কনস্ট্রাকশন - সূচক ভেরিয়েবলের অবস্থা প্রাথমিক বেসলাইন নমুনা দ্বারা নির্ধারিত হবে। সূচকটির বেসলাইন স্তরটি নির্মাণের পর্যায়ে এবং পরে সংগৃহীত পর্যবেক্ষণ ডেটার সাথে তুলনা করার সময় প্রশমন পরিমাপ বা প্রভাবের প্রভাবগুলি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হবে। বিদ্যমান পরিবেশগত মান বা নির্দেশক পরিবর্তনশীলের মানদণ্ডগুলিও চিহ্নিত করা হয় এবং পরবর্তীতে উপ-প্রকল্পের সমস্ত পর্যায়ে সূচকের সাথে তুলনা করা হয় যাতে প্রশমন পরিমাপ কার্যকর কিনা বা প্রভাব নিবন্ধিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য।

দায়িত্ব:

বাস্তবায়ন

যদি সহযোগী সংস্থা-এর অভ্যন্তরীণ দক্ষতার অভাব থাকে, তবে পরিবেশগত বিশেষজ্ঞ বা সংশ্লিষ্ট ফার্মের কাছে পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন আউটসোর্স করা হবে।।

বিশ্লেষণ / রিপোর্টিং
পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনার ফলাফল এবং সুপারিশগুলির বিশ্লেষণ এবং পরবর্তী রিপোর্টিং পরিকল্পনার পরামর্শদাতা এবং সহযোগী সংস্থা-এর মধ্যে একটি যৌথ দায়িত্ব। পরামর্শদাতা একটি সময়োপযোগী প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য দায়ী যা স্পষ্টভাবে সমস্ত প্রশমন ব্যবস্থাগুলির কার্যকারিতা এবং অন্যান্য অপ্রত্যাশিত প্রভাবগুলি ঘটছে কিনা তা নির্দেশ করে। সহযোগী সংস্থা তারপরে পিকেএসএফ-এ জমা দিতে হবে এমন সমস্ত প্রয়োজনীয় রিপোর্ট প্রস্তুত করবে।

আনুমানিক খরচ:
এতে জরিপ, পরীক্ষাগারের কাজ (যদি প্রয়োজন হয়) এবং প্রতিবেদনের খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বাস্তবতার নিরেখে আইটেমভিত্তিক বাজেট প্রস্তুত করতে হবে। কাজগুলি যদি আউটসোর্স করা হয় তবে বাজেটে পরামর্শক ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৫.৩ পিকেএসএফ কর্তৃক ইএস মনিটরিং

সহযোগী সংস্থা দ্বারা প্রস্তুত এবং বাস্তবায়িত পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনার পাশাপাশি, পিকেএসএফ উপ-প্রকল্পগুলি থেকে কোনো নেতিবাচক পরিবেশগত পরিণতি এড়াতে পরিবেশগত প্রশমন কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। নিরীক্ষণটি ২টি স্তর দ্বারা পরিচালিত হবে: i) অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ এবং ii) বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ/মূল্যায়ন।

৫.৩.১ অভ্যন্তরীণ মনিটরিং

সাব-প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে, পিকেএসএফ পরিবেশগত নিরীক্ষণ করার জন্য PMU-তে সদ্য নিয়োগ করা ES কর্মীদের দায়িত্ব প্রদান করবে। প্রতি ত্রৈমাসিকে, ES কর্মীরা সহযোগী সংস্থাগুলির পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ পরিদর্শন পরিচালনা করবে। প্রত্যেক ES কর্মী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং পিকেএসএফ এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট (ECCU)-এর সাথে শেয়ার করবে। ES কর্মীরা রিপোর্টটি দেখবেন এবং ES মনিটরিং ডেটা, সহযোগী সংস্থার প্রয়োগ এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলির বিষয়ে অন্যান্য PMU কর্মীদের সাথে

একটি পৃথক আলোচনা করতে পারে৷ একটি নির্দিষ্ট শতাংশে, ডেপুটি প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর (ESS) মাঠ পরিদর্শনও করবেন৷ তিনি নির্বাচিত উপ-প্রকল্পগুলিতে ES সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিরীক্ষণ করবেন এবং সম্মত পর্যবেক্ষণ সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে উপ-প্রকল্পগুলির পরিবেশগত সম্মতির উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন৷

ডেপুটি প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর (ESS) এর ভূমিকা ও দায়িত্ব নিম্নরূপ হবে:

a. সম্ভাব্য প্রভাবগুলি চিহ্নিত করতে এবং মূল্যায়ন করতে একটি পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMP) প্রস্তুত করা;
b. পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেয়া;
c. প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটকে সহায়তা প্রদান;
d. পরিচালনার জন্য সাংগঠনিক নির্দেশিকা পর্যালোচনা করা;
e. GCF এবং অন্য সংশ্লিষ্ট দাতার কাছে পরিবেশগত প্রভাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
f. প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত প্রোটোকল প্রস্তুত;
g. প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এবং সহযোগী সংস্থা র সাথে নিয়মিত সভা করা;
h. সাংগঠনিক কর্মীদের জন্য পরিবেশ-সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং সেমিনার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
i. সক্ষমতা উন্নয়ন উদ্যোগের নকশা ও বাস্তবায়ন;
j. প্রস্তাব নির্বাচন এবং বাস্তবায়নের সময় স্ক্রীনিং, প্রশমন ব্যবস্থা, ইএমপি, এবং পরিবেশগত কার্যকলাপের তত্ত্বাবধানের গুণমান এবং পর্যাপ্ততা মূল্যায়নের জন্য নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন;
k. কাজ বাস্তবায়নের সময় সুপারিশ করা হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিত করতে ফলো-আপ পরিষেবা প্রদান;
l. প্রকল্প নকশা, বাস্তবায়ন, এবং O&M এর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা উন্নত করার জন্য নির্দিষ্ট পরামর্শের সুপারিশ;
m. নিয়মিত পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং দাখিল;
n. প্রকল্পের ESS-এ সহযোগী সংস্থার-এর কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান;

৫.৩.২ তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়ন/বহিরাগত মনিটরিং/মূল্যায়ন

পিকেএসএফ প্রকল্প এবং এর উপ-প্রকল্পের বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ/মূল্যায়ন করার জন্য একটি পরামর্শক সংস্থার পরিষেবা নিবে৷ দলটিতে একজন পরিবেশ বিশেষজ্ঞকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যিনি পরিবেশগত প্রশমন এবং পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল্যায়ন করবেন এবং পরিবেশের উপর প্রভাব মূল্যায়ন করবেন৷ মূল্যায়ন ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, পিকেএসএফ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (যদি প্রয়োজন হয়)। বাহ্যিক পর্যবেক্ষণের সময় এবং ফ্রিকোয়েন্সি পিকেএসএফ দ্বারা নির্ধারিত হবে RHLP-এর অধীনে অর্থায়ন করা উপ-প্রকল্পের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে৷ স্বাধীন পরিবেশ মূল্যায়ন উপ-প্রকল্প অনুযায়ী পরিবেশগত মূল্যায়ন এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বাস্তবায়নের সঠিকতা নিশ্চিত করবে (মনিটরিং এবং প্রশমন)।

৫.৪ অংশীজন বিশ্লেষণ

৫.৪.১ অংশীজন পরামর্শের সারাংশ

পিকেএসএফ বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে সম্প্রদায়ের মানুষ, কাঁকড়া ধরা, কাঁকড়া ব্যবসায়ী এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি৷ সম্প্রদায় স্তরে পরামর্শ থেকে জানা যায় যে বেশিরভাগ দরিদ্র সম্প্রদায় সুন্দরবন এলাকা থেকে কাঁকড়া সংগ্রহে নিয়োজিত৷ এই অভ্যাসটি প্রায়শই তাদের জীবনকে বন্য প্রাণীর পাশাপাশি ডাউনিংয়ের

হুমকি দেয়। তদুপরি, তারা কাছাকাছি উপকূলীয় অঞ্চলে কাঁকড়া পান না এবং অনেক দূরে যেতে হয়, যার অর্থ প্রকৃতিতে কাঁকড়ার মজুদ হ্রাস পাচ্ছে। যাহোক, এই লোকেরা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তাদের সহনশীলতা বাড়ানোর জন্য নিরাপদ জীবিকার বিকল্পগুলি খুঁজছে। কাঁকড়া ব্যবসায়ীরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে জাতীয় এবং বিশ্ব বাজারে কাঁকড়ার চাহিদা বাড়ছে এবং এই খাতটি জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। পিকেএসএফ জাতীয় পর্যায়ে দুটি পরামর্শ সভার আয়োজন করে।

এই মিটিংয়ে অংশগ্রহণকারীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে কাঁকড়া চাষ লবণাক্ততা আক্রান্ত এলাকার জন্য একটি কার্যকর অভিযোজন বিকল্প এবং কাঁকড়ার জন্য মূল্য শৃঙ্খল হস্তক্ষেপের উপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এই পরামর্শ সভায় কাঁকড়া চাষ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলি হল কৃষকদের জন্য কাঁকড়ার ন্যায্য মূল্য; কাঁকড়া বাণিজ্য এবং রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ে জিওবি'র নীতির অভাব। স্থিতিস্থাপক বসতবাড়ি সম্পর্কে, অংশগ্রহণকারীরা উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য ইটের বিকল্প হিসাবে ফেরো-সিমেন্ট ব্যবহার করার পরামর্শ দেন, স্যানিটেশন সুবিধার কথা বিবেচনা করেন, বসতবাড়ির চারপাশে নারকেল এবং অন্যান্য গাছ রোপণ করেন ; উল্লম্ব বাগান করা, এবং বসতবাড়ি এলাকায় হাইড্রোপনিক চাষ ইত্যাদি। অংশগ্রহণকারীরা আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য একটি ঘরকে সহনীয় করার জন্য পানি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়া উচিত। তারা সৌরশক্তি চালিত ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন এবং সম্প্রদায়ের কাছে বোতলের পানি সরবরাহ, পানির মূল্য নির্ধারণ, পানীয়ের উদ্দেশ্যে ভূপৃষ্ঠের জল ব্যবহার, বৃষ্টির জল সংগ্রহ ইত্যাদির পরামর্শ দিয়েছিল। পাশাপাশি, প্রকল্পটি বাংলাদেশে এনডিএ-র উপদেষ্টা কমিটির কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল 'অনাপত্তি' পাওয়ার জন্য। এই কমিটিতে রয়েছে জলবায়ু বিজ্ঞানী, সুশীল সমাজের সদস্য এবং সরকারি প্রতিনিধিরা।

এই পরামর্শগুলি ছাড়াও, এই প্রকল্পটি আগের কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (CCCP) এর অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময়, সম্প্রদায় পর্যায়ে অনেক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল (অক্টোবর, ২০১২ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬)। এই সভাগুলির উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের অগ্রগতি, বাস্তবায়নের গুণমান এবং পরিমাণ, কার্যকারিতা এবং অন্যান্য প্রকল্পস্তরের সূচকগুলি পর্যবেক্ষণ করা। এই সভা এবং প্রকল্প মূল্যায়ন এছাড়াও পরামর্শ দেয় যে লবণাক্ততা আক্রান্ত উপকূলীয় সম্প্রদায়ের জন্য কাঁকড়া চাষ এবং ছাগল/ভেড়া পালন দুটি কার্যকর জীবিকার বিকল্প। মাঠ পরিদর্শন থেকে এটাও পাওয়া গেছে যে, জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচার কারণে মানুষ বসতভিটা গড়ে তোলায় সন্তুষ্ট ছিল।
অংশীজনদের পরামর্শের বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণ, অনুগ্রহ করে অ্যানেক্স ১ এবং ২ দেখুন।

৫.৪.২ স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্ল্যান

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য সূচনা কর্মশালায় শুরু হবে। পিকেএসএফ জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে যেখানে জাতীয় মনোনীত কর্তৃপক্ষ (NDA) প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের প্রতিনিধিসহ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন (MoEFCCC), জাতীয় আবাসন কর্তৃপক্ষ (NHA), হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (HBRI), মৎস্য বিভাগ (DoF), পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO), পানি উন্নয়ন বোর্ড (WDB), জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল বিভাগ (DPHE), বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI), পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE), বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (BCCT), বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও এবং সুশীল সমাজকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। যাহোক, প্রকল্পের তিনটি ফলাফলে নিম্নলিখিত স্টেকহোল্ডাররা থাকবেন।

ফলাফল ১: বৈরি আবহাওয়া থেকে সম্পদ এবং জীবনের ঝুঁকি হ্রাস করা

এই ফলাফল জাতীয় স্তর থেকে শুরু করে সম্প্রদায় স্তর পর্যন্ত একাধিক অংশীজনকে জড়িত করবে। পিকেএসএফ- এর প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (PMU) ফলাফলের কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেবে। পিকেএসএফ, AE হিসাবে, বেসলাইন অধ্যয়ন এবং সূচকগুলি পরিচালনা করার জন্য নির্দেশিকা প্রদান করবে। জাতীয় পর্যায়ের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতাদের নিয়োগ করা হবে। এটি বাংলাদেশের জন্য এনডিএ থেকে জিসিএফ হিসাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে (ইআরডি) সাক্ষাৎকারের স্তরগুলির উত্তরদাতা হিসাবে এবং গবেষণার ফলাফলগুলি ভাগ করার জন্য নিযুক্ত হবে। পরিবেশ অধিদপ্তর, এইচবিআরআই এবং বেসরকারী সংস্থা, আইই, এলজিআই, সুবিধাভোগী এবং সুশীল সমাজের সদস্যদেরসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক জলবায়ু পরিবর্তন অভিনেতাদের জড়িত করা হবে। পরিশেষে, এই ফলাফলের অধীনে গৃহীত কার্যক্রমগুলি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অবস্থা গ্রহণ করতে খরা-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে সম্প্রদায়কে জড়িত করা হবে।

ফলাফল ২: সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি থেকে জীবিকায়নকে সুরক্ষা দেয়া

এই ফলাফলের সাথে মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, CCAG সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের স্থানীয় অফিস জড়িত থাকবে। এই ফলাফলের অধীনে কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময় সহযোগী সংস্থার কর্মীরা অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

ফলাফল ৩: কমিউনিটি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান দ্বারা মানসম্মত জলবায়ু পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন

এই ফলাফলে নির্বাচিত সুবিধাভোগী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) এর স্থানীয় কার্যালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, CCAG সদস্য, সুবিধাভোগী, পরামর্শদাতা এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজন জড়িত থাকবে।

অংশীজনদের সম্পৃক্ততা সর্বোত্তম অনুশীলন এবং নীতিগুলি ব্যবহার করে সঞ্চালিত হবে যাতে প্রকল্পটি প্রদর্শন করে:

- প্রতিশ্রুতি যখন সম্প্রদায়কে বোঝার, নিযুক্ত করার এবং সনাক্ত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় এবং প্রক্রিয়ার প্রথম দিকে কাজ করা হয়;
- পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে সততা ;
- অধিকার, সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং স্টেকহোল্ডার এবং প্রভাবিত সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি সম্মান স্বীকৃত;
- স্বচ্ছতা যখন সম্প্রদায়ের উদ্বেগ একটি সময়মত, উন্মুক্ত এবং কার্যকরভাবে সাড়া দেওয়া হয়;
- যখন ব্যাপক অংশগ্রহণ উৎসাহিত হয় এবং উপযুক্ত অংশগ্রহণের সুযোগ দ্বারা সমর্থিত হয়; এবং
- বিশ্বাস করে যা একটি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং মতামতকে সম্মান করে এবং সমর্থন করে।

সারণী ৭: স্টেকহোল্ডার জড়িত থাকার কৌশল

অংশীজনের ধরন	বাগদানের উদ্দেশ্য	অংশীজন জড়িত থাকার জন্য প্রস্তাবিত কৌশল
সরকারী প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রকল্পের তথ্য শেয়ার	১. প্রকল্পের ওয়েবসাইট, অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম, কর্মশালা, সেমিনার। আরেকটি পছন্দের মাধ্যম হল ইমেইল।

অংশীজনের ধরন	বাগদানের উদ্দেশ্য	অংশীজন জড়িত থাকার জন্য প্রস্তাবিত কৌশল
	করুন, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাড়ান।	২. অফিসিয়াল যোগাযোগের জন্য - অফিসিয়াল চিঠি। এই লিখিত যোগাযোগ কুরিয়ার বা পোস্ট অফিসের মাধ্যমে বা ইমেল এবং হার্ড কপির মাধ্যমে পাঠানো যেতে পারে। ৩. নিয়মিত প্রকল্প আপডেটগুলি মাসিক এবং/অথবা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকল্প স্তরে মিটিংয়ের (সামনা সামনি এবং/অথবা স্কাইপ/জুম) মাধ্যমে প্রদান করা হয়। ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি সংস্থার দ্বারা একজন নিযুক্ত ফোকাল পার্সন এবং তাদের বিকল্প নিয়োগ করা। ৪. জাতীয় পর্যায়ে প্রকল্পের আপডেট সেমিনার এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শেয়ার করা উচিত। ৫. স্টেকহোল্ডারদের কাছে বার্ষিক উপস্থাপনাও EE এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদারদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।
সহযোগী সংস্থা এবং সম্প্রদায়গুলি	জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান এবং বোঝার বৃদ্ধি করুন, জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তি স্থানান্তর করুন	১. শ্রেণীকক্ষ প্রশিক্ষণ, গ্রুপ গঠন এবং গ্রুপ মিটিং, প্রযুক্তি বাস্তবায়ন ইত্যাদি।
এনজিও, সহযোগী সংস্থা এবং সুবিধাভোগী সম্প্রদায়	প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন এবং এর ফলাফলের ব্যাপক প্রচার	১. সহযোগী সংস্থা, CCAGs-এর মধ্যে সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি ভাগ করে নেওয়া প্রয়োজন। পিয়ার-টু-পিয়ার লার্নিং প্রকল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্কেল আপে অবদান রাখবে। ২. মূল্যায়নের ডেটা ক্রমাগত আপডেট করা, প্রকল্প-সমর্থিত অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়মিত মিটিং করা, এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রকল্প জীবনের বাইরেও স্থানীয় সম্প্রদায়, IE-এর আগ্রহ ও সমর্থনকে ধরে রাখবে। ৩. কমিউনিটি স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়মিত মিটিং এবং কাজের পরিকল্পনা করা স্বচ্ছতা এবং মালিকানা বৃদ্ধি করবে। *উপজেলা* এবং কমিউনিটি পর্যায়ে শেষ-ব্যবহারকারী এবং স্টেকহোল্ডারদের আগ্রহ বজায় রাখবে। ৪. মাঠপর্যায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থা -এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় প্রয়োজন এবং প্রকল্পের সাইটে সাইট ভিজিট করা দরকার। ৫. প্রজেক্ট সাইটের সকল প্রজেক্ট ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নিযুক্তি অব্যাহত সমর্থন নিশ্চিত করবে।

অংশীজনের ধরন	বাগদানের উদ্দেশ্য	অংশীজন জড়িত থাকার জন্য প্রস্তাবিত কৌশল
সকল স্তরের স্টেকহোল্ডার		১. পিকেএসএফ তার তথ্য প্রকাশ নীতি অনুসরণ করবে, যা GCF এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২. পিকেএসএফ এবং ইমপ্লিমেন্টেশন পার্টনারদের ওয়েবসাইটেও ডেটা/তথ্য এবং প্রকল্পের সাম্প্রতিক খবর এবং উন্নয়নের অ্যাক্সেস প্রদান করা উচিত। ৩. প্রযুক্তিগত এবং সংবেদনশীল তথ্য ভাগ করার জন্য, একটি বন্ধ সামাজিক মিডিয়া গ্রুপ এবং ইমেল লুপ গঠন করা যেতে পারে। ৩. নিয়মিত প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট মিটিং করা উচিত যেখানে সারগর্ভ এবং বাস্তবায়ন সমস্যা এবং উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করা হবে। ৪. নিয়মিত IEs এবং CCAG-এর সাথে মিটিংও স্থাপন করা উচিত।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার পরিকল্পনার মাধ্যমে এই কৌশলগুলি বাস্তবায়ন করা হবে। SEP সারণী ২ এ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

সারণি ৮: প্রস্তাবিত স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্ল্যান (SEP)

কার্যকলাপ	টাইমিং	ব্যস্ততার উদ্দেশ্য	টার্গেট স্টেকহোল্ডার
কার্যকলাপ ১.১.১: বসতবাড়ির নকশা ও নির্মাণ	বছর ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫	বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহনশীল বসতবাড়ির প্রচার করা।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ (DPHE), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD), হাউস অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (HBRI), কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, সহযোগী সংস্থা, সুবিধাভোগী এবং স্থানীয় ঠিকাদার।
১.১.২ হোমস্টে বৃক্ষ রোপণ	বছর ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫	উপকূলীয় এলাকায় ঘরবাড়িতে ঝড়ের প্রভাব কমাতে।	বন বিভাগ, বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ (DAE), সহযোগী সংস্থা এবং সুবিধাভোগী।
কার্যকলাপ ২.১.১: ছাগল/ভেড়া পালনের জন্য স্ল্যাটেড ঘর নির্মাণ।	বছর ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫	বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু-অভিযোজিত পশুপালন প্রযুক্তির প্রচার করা।	সহযোগী সংস্থা (IEs), CCAG সদস্য, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ এবং প্রাণিসম্পদ বিভাগের স্থানীয় অফিস, স্থানীয় শ্রম।

কার্যকলাপ	টাইমিং	ব্যস্ততার উদ্দেশ্য	টার্গেট স্টেকহোল্ডার
কার্যকলাপ ২.১.২: ছাগল/ভেড়া পালনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করুন।	বছর ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫	গৃহস্থালি পর্যায়ে জলবায়ু অভিযোজিত পশুপালনকে উৎসাহিত করা।	CCAG সদস্য এবং সুবিধাভোগী, সহযোগী সংস্থা কর্মীরা এবং পিএমইউ।
কার্যকলাপ ২.১.৩: বসতবাড়ি এলাকার মধ্যে লবণাক্ত সহনশীল সবজির চাষ প্রবর্তন করুন।	বছর ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫	বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা অভিযোজিত সবজি চাষকে উৎসাহিত করা।	CCAG সদস্য এবং সুবিধাভোগী, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, সহযোগী সংস্থা এবং পিএমইউ।
কার্যকলাপ ২.২.১.: কাঁকড়া হ্যাচারির উন্নয়ন (১ °পর্যায়)	বছর ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫	প্রাকৃতিক কাঁকড়া এবং কাঁকড়া-লেট নিষ্কাশন কমাতে.	স্থানীয় উদ্যোক্তা, স্থানীয় শ্রম, সহযোগী সংস্থা এবং পিএমইউ কর্মীরা।
কার্যকলাপ ২.২.২ ক্র্যাবলেট উৎপাদনের জন্য আর্থিক সহায়তা।	বছর ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫	হ্যাচারি-ভিত্তিক কাঁকড়া-লেট উৎপাদন প্রচার করা।	পিকেএসএফ, সহযোগী সংস্থা, হ্যাচারি উদ্যোক্তা, কাঁকড়া লালনপালনকারী এবং চাষী অর্থাৎ প্রকল্পের সুবিধাভোগী।
কার্যকলাপ ২.২.৩ "কাঁকড়া নার্সারদের" জন্য প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা (২ °পর্যায়)	বছর ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫	হ্যাচারি ভিত্তিক কাঁকড়া চাষ প্রচার করা	পিকেএসএফ, সহযোগী সংস্থা, হ্যাচারি উদ্যোক্তা, কাঁকড়া লালনপালনকারী এবং চাষী অর্থাৎ প্রকল্পের সুবিধাভোগী।
কার্যকলাপ ২.২.৪ "কাঁকড়া চাষীদের" (৩ °পর্যায়) প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা।	বছর ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫	হ্যাচারি ভিত্তিক কাঁকড়া চাষ প্রচার করা	পিকেএসএফ, সহযোগী সংস্থা, হ্যাচারি উদ্যোক্তা, কাঁকড়া লালনপালনকারী এবং চাষী অর্থাৎ প্রকল্পের সুবিধাভোগী।
কার্যকলাপ ৩.১.১: সুবিধাভোগী নির্বাচন এবং দল গঠন।	বছর ১, ২	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর করা।	সুবিধাভোগী, সহযোগী সংস্থা, এবং পিকেএসএফ।
কার্যকলাপ ৩.১.২: সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক প্রোফাইল প্রস্তুত করুন।	Y1, Y2	নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক রেকর্ড রাখা।	সুবিধাভোগী, সহযোগী সংস্থা, এবং পিকেএসএফ।

কার্যকলাপ	টাইমিং	ব্যস্ততার উদ্দেশ্য	টার্গেট স্টেকহোল্ডার
কার্যকলাপ ৩.১.৩: CCAG-এর জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত মাসিক গ্রুপ মিটিংয়ের ব্যবস্থা করুন	Y1, Y2, Y3, Y4 এবং Y5	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন সম্পর্কে জ্ঞান হস্তান্তর করা।	সুবিধাভোগী, সহযোগী সংস্থা, এবং পিকেএসএফ।
কার্যকলাপ ৩.২.১: অভিযোজন প্রযুক্তি এবং কাঁকড়া মান শৃঙ্খলে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করুন।	Y1, Y3 এবং Y4	স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং হ্যাচারি পরিচালনার জন্য প্রযুক্তিগত ব্যক্তি তৈরি করা।	সুবিধাভোগী, সহযোগী সংস্থা, এবং পিকেএসএফ।
কার্যকলাপ ৩.২.২: প্রকল্প পরিচালনার জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত করুন।	Y1	মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রমের দক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।	সুবিধাভোগী, সহযোগী সংস্থা, এবং পিকেএসএফ।
কার্যকলাপ ৩.২.৩: সুবিধাভোগী এবং স্টেকহোল্ডারদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করুন।	বছর ১, ২, ৩, ৪	জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিযোজন প্রযুক্তির উপর সুবিধাভোগী এবং IE এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	সুবিধাভোগী, প্রাসঙ্গিক স্থানীয় সরকার কর্মকর্তা, সহযোগী সংস্থা, এবং পিকেএসএফ।
কার্যকলাপ ৩.২.৪: সহযোগী সংস্থা এর কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করুন।	বছর 1	প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করুন।	পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থা।
কার্যকলাপ ৩.২.৫: কর্মশালা এবং সেমিনার বাস্তবায়ন করুন।	বছর 1, 2, 3, 4	বাংলাদেশের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রকল্পের শিক্ষা শেয়ার করা।	পিকেএসএফ, ERD, সরকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা।
কার্যকলাপ ৩.২.৬: সুবিধাভোগী এবং সহযোগী সংস্থা এর কর্মীদের জন্য বিনিময় পরিদর্শনের আয়োজন করুন	Y2, Y3, Y4 এবং Y5	অভিযোজন প্রকল্পে পিয়ার-টু-পিয়ার লার্নিংকে উন্নীত করা।	সুবিধাভোগী, প্রাসঙ্গিক স্থানীয় সরকার কর্মকর্তা, সহযোগী সংস্থা, এবং পিকেএসএফ।

কার্যকলাপ	টাইমিং	ব্যস্ততার উদ্দেশ্য	টার্গেট স্টেকহোল্ডার
কার্যকলাপ ৩.২.৭: কাঁকড়া গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য ডেটা উন্নত করুন	Y1, Y2, Y3, Y4 এবং Y5	কাঁকড়া চাষ এবং উন্নয়ন সম্পর্কে জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করা	সুবিধাভোগী, ব্যবসায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কর্মকর্তা, আইই এবং পিকেএসএফ
কার্যকলাপ ৩.৩.১: জ্ঞান পণ্য প্রস্তুত এবং প্রচার করুন।	Y1, Y2, Y3, Y4 এবং Y5	শেখা পাঠগুলি নথিভুক্ত এবং ভাগ করতে।	সুবিধাভোগী, প্রাসঙ্গিক স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা, GCF, অন্যান্য বৈশ্বিক সম্প্রদায়, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও, সহযোগী সংস্থা, এবং পিকেএসএফ।
কার্যকলাপ ৩.৩.২ প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব সময় মূল্যায়ন অধ্যয়ন।	Y1, Y2, Y3, Y4 এবং Y5	জ্ঞানের ভিত্তি বিকাশ এবং ভাগ করা।	সুবিধাভোগী, প্রাসঙ্গিক স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা, GCF, অন্যান্য বৈশ্বিক সম্প্রদায়, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও, সহযোগী সংস্থা, এবং পিকেএসএফ

৫.৫ যথাযথ পরিশ্রমে বিভিন্ন দলের দায়িত্ব

পিকেএসএফ এর ভূমিকা:

ক) ESMF বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রস্তুত করুন,
খ) পিএমইউ স্তরে ESS অফিসার নিশ্চিত করা,
গ) সহযোগী সংস্থা স্তরে ESS ফোকাল পার্সন নিশ্চিত করুন,
d) সহযোগী সংস্থা দ্বারা প্রকল্প কার্যক্রমের পর্যালোচনা,
ঙ) সহযোগী সংস্থা এর ক্ষমতা মূল্যায়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান,
চ) সহযোগী সংস্থা দ্বারা ESS সমস্যা সম্পর্কে রিপোর্টিং নিশ্চিত করা,
ছ) সম্প্রদায় স্তরে এবং সহযোগী সংস্থা স্তরে অভিযোগের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

সহযোগী সংস্থা এর ভূমিকা:

ক) তাদের এলাকার প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের কার্যক্রম স্ক্রীন করা,
খ) স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা,
গ) ইএসএমপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা,
ঘ) ESS ইত্যাদি বিষয়ে ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

৫.৬ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে কোনো অভিযোগ/অভিযোগ মোকাবেলা করার জন্য কেন্দ্রীয় (PKSF) এবং উপ-প্রকল্প স্তরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) প্রতিষ্ঠিত হবে। উপ-প্রকল্প পর্যায়ে, ইউনিয়ন পরিষদ (UP) চেয়ারম্যান বা UP থেকে তার মনোনীত প্রতিনিধি হবেন স্থানীয় অভিযোগ প্রতিকার (LGR) ফোকাল পয়েন্ট। PKSF কেন্দ্রীয় স্তরে, ডেপুটি প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর (ESS)

বা প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন ব্যক্তি/কর্মী হবেন কেন্দ্রীয় অভিযোগ প্রতিকার (CGR) ফোকাল পয়েন্ট। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সংস্থাগুলি অভিযোগ/অভিযোগগুলি সিল করা খামে করে নির্বাচিত অংশীদারের অফিসে যথাযথভাবে অভিযোগ রেজিস্টারে (GR) লিপিবদ্ধ করাবে এবং GR-এর এন্ট্রি রেফারেন্সসহ একটি রসিদ সংগ্রহ করবে। অংশীদাররা খাম খুলবে না, তবে অভিযোগ প্রাপ্তি এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী শুনানির সময়সূচী সম্পর্কে এলজিআর ফোকাল পয়েন্টকে অবহিত করবে। খোলা মিটিংয়ে, নির্বাচিত/বাস্তবায়নকারী অংশীদার এলজিআর ফোকাল পয়েন্টকে অভিযোগ শুনতে ও আলোচনা করতে এবং ইএমএফ-এর প্রযোজ্য নির্দেশিকাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সমাধান করতে সহায়তা করবে। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, যদি মহিলা হয়, তাকে একজন মহিলা UP সদস্য শুনানিতে সাহায্য করবে, এবং যদি উপজাতীয় সম্প্রদায় হয়, তাহলে একজন উপজাতি প্রতিনিধি। সহযোগী সংস্থা-এর সাহায্যে এলজিআর ফোকাল পয়েন্ট পিকেএসএফ সদর দফতরের প্রকল্প সমন্বয়কের কাছে পোস্টাল মেল, ফ্যাক্স বা অন্যান্য উপায়ে অভিযোগের একটি অনুলিপি পাঠানো নিশ্চিত করবে।

এলজিআর ফোকাল পয়েন্টের সিদ্ধান্ত নেওয়ার 7 দিনের মধ্যে সহযোগী সংস্থাগুলি সমস্ত প্রক্রিয়াসহ অমীমাংসিত মামলাগুলিকে সিজিআর ফোকাল পয়েন্টে প্রেরণ করবে। সহযোগী সংস্থা দ্বারা ফরোয়ার্ড করা অমীমাংসিত মামলাগুলি CGR ফোকাল পয়েন্টের অফিসে নিবন্ধিত হবে এবং ১৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে। যদি সিজিআর ফোকাল পয়েন্ট দ্বারা গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে তিনি প্রকল্প সমন্বয়কারীর মাধ্যমে পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (MD) কাছে সমস্ত প্রক্রিয়া সহ অভিযোগগুলি প্রেরণ করবেন। পিকেএসএফ-এর এমডি চূড়ান্ত মামলাগুলি পর্যালোচনা এবং সমাধান করবেন। এমডি তার বিবেচনার ভিত্তিতে যেকোনো জটিল সমস্যার জন্য পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যানের পরামর্শ চাইতে পারেন। শুনানির যেকোনো স্তরে অভিযোগকারীদের দ্বারা সম্মত একটি সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থা এবং পিকেএসএফ-এর জন্য বাধ্যতামূলক হবে। GRM, যাহোক, আইনের আদালতে প্রতিকার চাওয়ার জন্য একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অধিকারকে খর্ব করবে না।

সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে সহযোগী সংস্থা এর বিরুদ্ধে হলে সরাসরি CGR ফোকাল পয়েন্টে, পিকেএসএফ এর এমডি কাছে পিকেএসএফ প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে অথবা সরাসরি GCF সেক্রেটারিয়েটে ম্যানেজমেন্ট কমিটির কাছে অভিযোগ করার বিকল্প থাকবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিম্নলিখিত চিত্রে চিত্রিত করা হয়েছে:

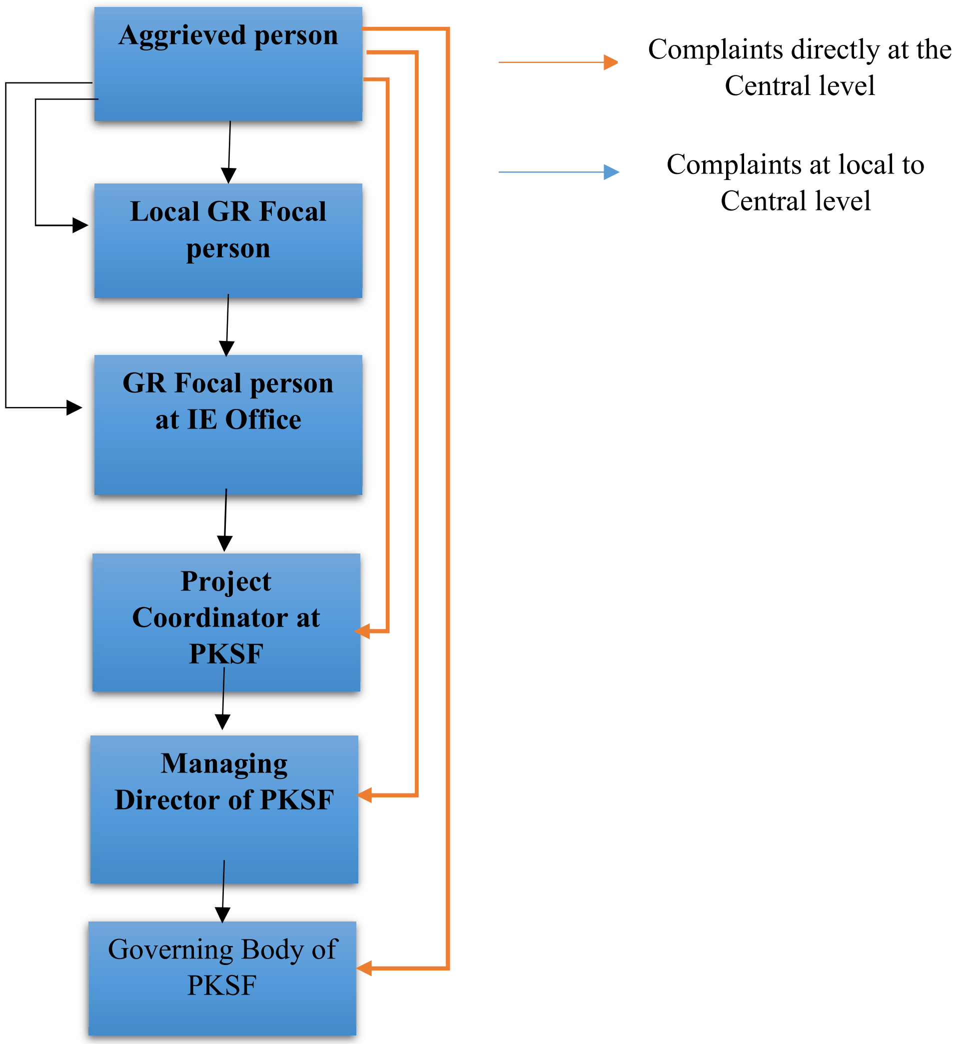

চিত্র: GRM এর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থা সমস্ত মীমাংসিত এবং অমীমাংসিত অভিযোগ এবং অভিযোগের রেকর্ড রাখবে এবং সেগুলিকে পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করবে- যখন এবং যখন উন্নয়ন অংশীদার এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহী অন্যদের অনুরোধ করবে। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে GRM-এর বিধান এবং প্রক্রিয়া সম্প্রদায় এবং সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছে ভালভাবে প্রকাশ করা হবে। প্রকাশটি IEs দ্বারা করা হবে এবং PKSF DPC (ESS) দ্বারা নিশ্চিত করা হবে।

পিকেএসএফ এর GRM ফোকাল পার্সন:
ডাঃ এ কে এম নুরুজ্জামান,
মহাব্যবস্থাপক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন), পিকেএসএফ
মোবাইল: +৮৮ ০১৮৮৪৪৮১৩২২
ইমেইল: nuruzzamanpksf@gmail.com

প্যাকো গিমেনেজ-সালিনাস
আইআরএম-এর প্রধান, গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড
সোংডো বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট ১৭৫ আর্ট সেন্টার-ডেরোইয়নসু-গু, ইনচিওন ২২০০৪ কোরিয়া প্রজাতন্ত্র

অফিস টেলিফোন: +৮২ ৩২-৪৫৮-৬১৬৮
মোবাইল: +৮২ ১০-৪২৯৬-১৩৩৭

৫.৭ তথ্য প্রকাশ

পিকেএসএফ GCF-এর তথ্য প্রকাশের নীতিগুলির প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুসরণ করবে৷ বি বিভাগ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের কমপক্ষে ৩০ দিন আগে ESIA এবং একটি ESMP প্রকাশ করবে৷ সুরক্ষা প্রতিবেদনগুলি ইংরেজি এবং স্থানীয় উভয় ভাষাতেই পাওয়া যাবে (যদি ইংরেজি না হয়)। প্রতিবেদনগুলি GCF-এর কাছে জমা দেওয়া হবে এবং GCF-এর কাছে EE এবং GCF-এর ওয়েবসাইটের পাশাপাশি GCF তথ্য প্রকাশের নীতির ধারা ৭.১-এর প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য সুবিধাজনক স্থানে ইলেকট্রনিক লিঙ্কের মাধ্যমে GCF-এর কাছে উপস্থাপন করা হবে [GCF পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি]। EMF-এর খসড়া চূড়ান্ত সংস্করণ পিকেএসএফ-এর ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হবে এবং বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ এবং সাধারণ জনগণের কাছ থেকে আরও মন্তব্য এবং ইনপুটের জন্য অফিসে রাখা হবে৷ খসড়া সংস্করণে প্রাপ্ত মন্তব্যগুলি বিবেচনায় নিয়ে EMF চূড়ান্ত করা হবে এবং PKSF ওয়েবসাইটগুলিতে দেয়া হবে৷ সহযোগী সংস্থার হার্ডকপি তাদের প্রধান এবং স্থানীয় অফিসে উপস্থাপন করতে হবে৷ উপস্থাপিত হলে তারা তাদের ওয়েবসাইটে EMF-এর চূড়ান্ত সংস্করণ আপলোড করবে৷

৫.৮ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

ESMP বাস্তবায়নের জন্য PMU দায়ী থাকবে৷ PMU-তে একজন ডেপুটি প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর (ESS) নিয়োগ করা হবে, যিনি প্রকল্পের পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবেন৷ এতে পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রস্তুত করা, সহযোগী সংস্থার কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, মনিটরিং প্ল্যান এবং মনিটরিং টুল প্রস্তুত করা, ES সিস্টেমের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য তৃতীয় পক্ষকে নিযুক্ত করা, মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করা, সহযোগী সংস্থার যথাযথভাবে কার্যক্রম ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়৷ তিনি নিয়মিত প্রকল্প সমন্বয়কের কাছে রিপোর্ট করবেন, যিনি পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনাকে রিপোর্ট করবেন৷ CCAG সদস্যরাও স্থানীয় পর্যায়ে ES ব্যবস্থাপনায় জড়িত থাকবেন৷ সহযোগী সংস্থার কর্মীরা CCAG সদস্যদের পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিণতি এবং প্রকল্পের হস্তক্ষেপ পরিচালনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে৷ এই বিষয়গুলি CCAG সভাগুলিতে আলোচনা করা হবে যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়৷ বাস্তবায়ন ব্যবস্থার একটি চিত্র নীচে দেওয়া হয়েছে:

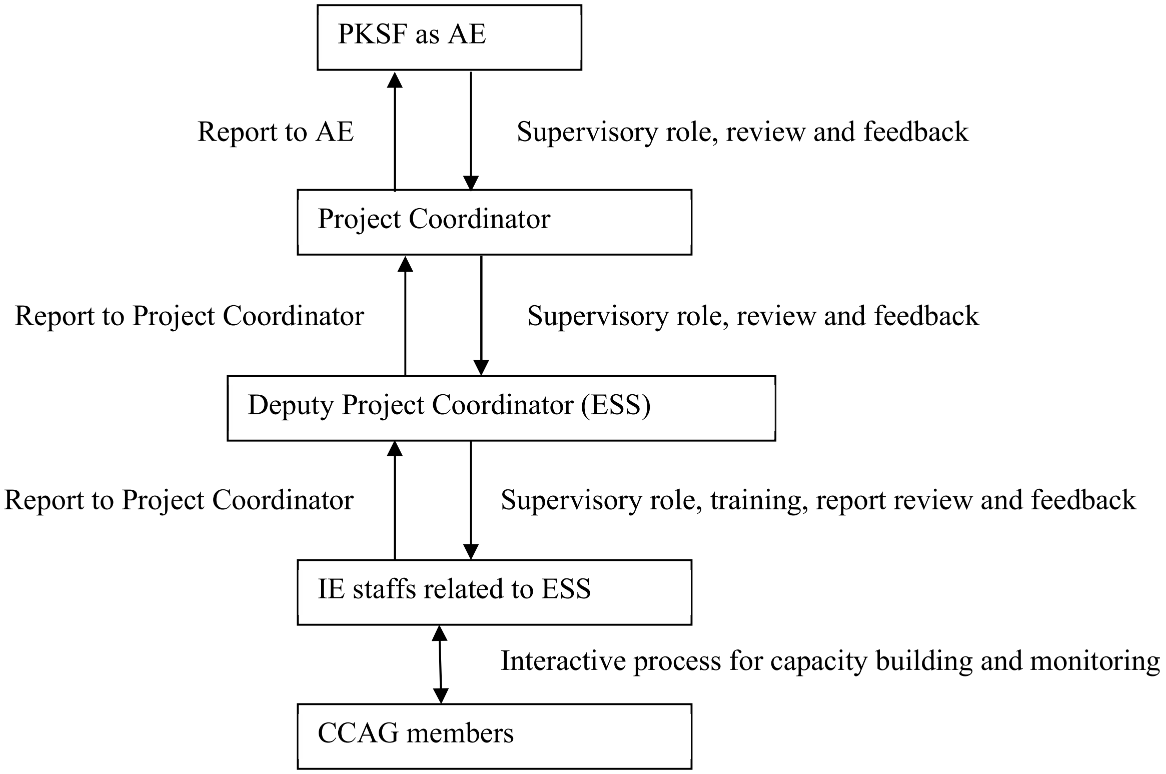
PKSF as AE
Report to AE
Supervisory role, review and feedback
Project Coordinator
Report to Project Coordinator
Supervisory role, review and feedback
Deputy Project Coordinator (ESS)
Report to Project Coordinator
Supervisory role, training, report review and feedback
IE staffs related to ESS
Interactive process for capacity building and monitoring
CCAG members

অ্যানেক্স 1

অংশীজন পরামর্শ উপর

R esilient H omestead and L ivelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL)

তারিখ: ০৫ অক্টোবর ২০১৭

ভেন্যু: রুম নং ৩০৭, পিকেএসএফ ভবন

বাস্তবায়ন: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

ভূমিকা

০৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে " **R esilient H omestead and L ivelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL)** " বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের একটি পরামর্শের আয়োজন করে। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ। ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমেদ, পরিচালক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট), পিকেএসএফ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বৈঠকে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্য

স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কর্মশালার সভাপতি জনাব মোঃ ফজলুল কাদের। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক রাজনৈতিক সমস্যা। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কনভেনশন (UNFCCC) এর অধীনে উন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিতর্ক দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিকভাবে, উন্নত দেশের দলগুলি বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য তাদের দায়িত্ব স্বীকার করবে না। দীর্ঘ বিতর্কের পর, উন্নত দেশের পক্ষগুলি উন্নত বিশ্বের দ্রুত শিল্পায়ন, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বিলাসবহুল জীবন-শৈলীর মাধ্যমে বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য তাদের দায় স্বীকার করেছে, যা গ্রীন হাউস গ্যাস (GHG) নির্গমনকে ট্রিগার করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন ঘটায়। তিনি জানান যে গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF) ২০১১ সালে UNFCCC-এর অধীনে গঠিত হয়েছিল যাতে এর সদস্য দেশগুলিতে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত প্রকল্প এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য তহবিল সরবরাহ করা হয়।

জনাব চেয়ার অংশগ্রহণকারীদের জানান যে জাতীয় বাস্তবায়নকারী সত্তা (NIE) এর স্বীকৃতি হল তহবিল বিতরণের জন্য GCF এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। তিনি জানান যে পিকেএসএফ ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ০২ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত তার ১৮তম বোর্ড সভায় GCF-তে স্বীকৃতি পেয়েছে। জনাব কাদের আরও জানান যে GCF-এর স্বীকৃতি পাওয়া একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। একটি কঠোর প্রক্রিয়া অনুসরণ করে NIE নির্বাচন করা হয়। পিকেএসএফকে প্রায় ২৫০টি ডকুমেন্টস জমা দিতে হয়েছিল এবং প্রমাণসহ প্রায় ১৫০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল। দুই বছরেরও বেশি সময় লেগেছে। বিশ্বের খুব কম সংস্থারই GCF-এর স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষমতা আছে। এটি বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল সংগ্রহের একটি নতুন উইন্ডো খুলে দিয়েছে বাংলাদেশী এনজিও, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য ধরণের সংস্থার সুযোগ রয়েছে। তিনি যোগ করেছেন যে প্রশমন এবং অভিযোজন প্রকল্প বা প্রোগ্রামগুলি GCF

থেকে তহবিল পাওয়ার যোগ্য। পিকেএসএফ ৫০ মিলিয়ন USD পর্যন্ত মূল্যের একটি একক প্রকল্প বা প্রোগ্রামের জন্য GCF থেকে সহায়তা পেতে পারে।

কারিগরি অধিবেশন

GCF এর কনসেপ্ট নোট ফরম্যাটে উপস্থাপনা এবং আলোচনা

ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমেদ, পরিচালক, পিকেএসএফ জিসিএফ-এর একটি কাস্টমাইজড কনসেপ্ট নোট ফরম্যাট উপস্থাপন করেন। কনসেপ্ট নোট ফরম্যাটটি বাংলাদেশের জাতীয় মনোনীত কর্তৃপক্ষ (এনডিএ) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) দ্বারা কাস্টমাইজ করা হয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে একটি অভিযোজন প্রকল্প বা কর্মসূচির যৌক্তিকতা তুলে ধরতে হয় অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাগুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করতে হয় এবং সেই সমস্যাগুলো মোকাবেলায় কী করতে হবে। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে GCF এমন কোনো প্রকল্প বা কর্মসূচিকে সমর্থন করবে না যা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত নয় (হয় অভিযোজন বা প্রশমন)। জনাব আহমেদ অর্থায়ন এবং সহ-অর্থায়নের বিষয়গুলি স্পষ্ট করেন এবং যে সমস্ত কার্যক্রম থেকে কোন রাজস্ব বা মুনাফা আসে না তার জন্য ঋণ অর্থায়নের প্রস্তাব না করার পরামর্শ দেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের অভিযোজন প্রকল্প এবং প্রোগ্রামগুলিতে ফোকাস করার পরামর্শ দেন। তিনি জানান যে তারা ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত একটি একক প্রকল্প জমা দিতে পারে। জনাব আহমেদ এনআইই এবং এমআইইকেও স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, এনজিওদের এনআইই বা এমআইই-এর মাধ্যমে প্রস্তাব জমা দেওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু একটি NIE হিসাবে, পিকেএসএফ তাদেরকে NIE এর মাধ্যমে জমা দিতে উৎসাহিত করেছে।

জনাব আহমেদ এনআইই হিসাবে পিকেএসএফ-এর ভূমিকার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধন করেন। তিনি বলেন যে পিকেএসএফ বাংলাদেশের জাতীয় মনোনীত কর্তৃপক্ষ (এনডিএ) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) মাধ্যমে সবুজ জলবায়ু তহবিলে অ্যাক্সেস পেতে এনজিও এবং বেসরকারি খাতকে সহায়তা করবে। তিনি যোগ করেছেন যে বর্তমানে NDA GCF-এর জন্য কান্ট্রি প্রোগ্রাম (CP) প্রস্তুত করছে। CP আগামী তিন বছরের জন্য প্রকল্প এবং প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করবে যা GCF কে জানানো হবে। তিনি অংশগ্রহণকারীদের সিপিতে অবদান রাখার জন্য পিকেএসএফ-এ কনসেপ্ট নোট জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তিনি অংশগ্রহণকারীদের জানান যে পিকেএসএফ সম্ভাব্য ধারণাগুলি সংকলন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে এবং সেগুলি NDA-তে পাঠাবে। তিনি অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেন যে একটি প্রতিষ্ঠান একাধিক কনসেপ্ট নোট জমা দিতে পারে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর উপস্থাপনা

বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জনগণের জন্য আবাসন এবং জীবিকায়ন প্রকল্প (RHL) এর উপর একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করছে। ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমেদ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রকল্পের প্রেক্ষাপট, প্রকল্পের উপাদান এবং প্রত্যাশিত প্রভাব উপস্থাপন করেন। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর দুর্বলতার উপর দৃষ্টি আর্কষণ করেন এবং ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন যে, উপকূলীয় জনগণের দুর্বলতা তিনটি উপায়ে চিহ্নিত করা হয়।

১) জলবায়ু সংবেদনশীল জীবিকা- উপকূলীয় লোকেরা প্রাথমিকভাবে ঋতুনির্ভর কৃষি এবং কৃষি মজুরি শ্রমের উপর নির্ভর করে যা অত্যন্ত জলবায়ু-সংবেদনশীল
২) নিচু এলাকায় দুর্বল মানব বসতি- উপকূলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী মাটি ও *গোলপাতা দিয়ে তাদের ঘরবাড়ি তৈরি করে* , যা ঘূর্ণিঝড় ও ঝড়ের জলোচ্ছ্বাস এবং জোয়ারভাটার কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৩) নিরাপদ পানীয় ও সেচের পানির অভাব।

উপকূলীয় জনগণের এই দুর্বলতাগুলি বিবেচনা করে, প্রস্তাবিত প্রকল্পের লক্ষ্য হল উন্নত প্রযুক্তি এবং অনুশীলনগুলি গ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু-সহনশীল জীবনযাত্রার প্রচার করা এবং দুর্বল কাঁকড়া চাষি, নিঃস্ব মহিলা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ-নির্ভর সম্প্রদায়ের জন্য জলবায়ু-সহনশীল আবাসন তৈরি করা। ড. আহমেদ অব্যাহত রেখেছিলেন যে কার্যক্রমগুলিকে তিনটি উপাদানে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা, জলবায়ু সহনীয় আবাসন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা। জীবিকার উপাদানটি কাঁকড়া হ্যাচারি প্রতিষ্ঠা এবং কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের উপর ফোকাস করেন। আবাসনে স্যানিটেশন, পানির সুবিধা এবং একটি সোলার হোম সিস্টেমও রয়েছে। সক্ষমতা বৃদ্ধির উপাদানের মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে শিক্ষা ও সচেতনতা, উন্নত প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ।

উন্মুক্ত আলোচনা

মুক্ত আলোচনা সঞ্চালনা করেন জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক। TMSS-এর জনাব খায়রুল ইসলাম অভিমত ব্যক্ত করেন যে লবণাক্ততা আক্রান্ত এলাকার জন্য কাঁকড়া চাষ একটি কার্যকর অভিযোজন বিকল্প। তিনি কাঁকড়ার ভ্যালু চেইন কার্যক্রমের উপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দেন। সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থার জনাব শাহ আলম জানান, সারা বছর কাঁকড়া চাষিরা একই দাম পান না। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে তারা কাঁকড়া উৎপাদন করে না। তিনি আরও বলেন, জিওবির কোনো কাঁকড়া রপ্তানি নীতি নেই। ফলে কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না। পল্লী পুনর্গঠন ফাউন্ডেশন (RRF) থেকে জনাব ফিলিপ বিশ্বাস সহনশীল আবাসন ধারণার সাথে স্যানিটেশন অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য ইটের বিকল্প হিসাবে ফেরো-সিমেন্টেরও পরামর্শ দেন। জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন যে ফেরো-সিমেন্টের জন্য বিশেষ শ্রমের প্রয়োজন হয়। তিনি মনে করেন যে ফেরো-সিমেন্ট বিবেচনা করার আগে, আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে এই ধরণের শ্রমিক আছে কিনা তা আমাদের দেখতে হবে। ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষা পেতে বাড়ির আশেপাশে বড় বড় নারিকেল ও তালগাছ লাগানোর পরামর্শ দেন তিনি। RDRS থেকে জনাব হুমায়ুন কবির উল্লম্ব বাগান, হাইড্রো ফিনিক্স, গণি ব্যাগে সবজি চাষ ইত্যাদির মতো কিছু অভিযোজন বিকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। উন্নয়ন প্রচেস্টা (ইউপি) থেকে জনাব শাওন আবাসন ধারণায় আয়-উৎপাদনকারী বিকল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন।

জনাব চেয়ার বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে পানি সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরেন। ঢাকা আহছানিয়া মিশন থেকে জনাব শামসুল হুদা সিস্টেম লস কমাতে সৌর-চালিত ডিস্যালিনেশন প্লান্ট স্থাপন এবং একটি পাত্রে পানি সরবরাহ করার পরামর্শ দেন। তিনি বিলিং ব্যবস্থায় স্মার্ট কার্ড চালু করারও পরামর্শ দেন। জনাব হুদা আরো বলেন, নদীর পানি নৌকায় বিশুদ্ধ করে নদীর ধারে নৌকায় করে বিতরণ করা যায়। সংগ্রামের মিঃ ইউসুফ পানীয় উদ্দেশ্যে পৃষ্ঠের জল ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। এনজিও ফোরামের অংশগ্রহণকারীরা পরামর্শ দেন যে ক্যাচমেন্ট এলাকা তৈরি করে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করা যেতে পারে। জনাব কাদের বলেন যে বৃষ্টির পানিতে সব সময় প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ থাকে না, তাই আমাদের পানীয় জলের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

সমাপনী অধিবেশন

সমাপনী অধিবেশনে, মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি), পিকেএসএফ এবং কর্মশালার সভাপতি বলেন, পিকেএসএফ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট (ইসিসিইউ) প্রতিষ্ঠা করেছে। আমরা GCF থেকেও স্বীকৃতি পাই। তাই, পিকেএসএফ স্থায়ীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা নিয়ে কাজ করবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের এনজিওগুলোর মানসম্পন্ন কর্মক্ষমতা দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সাফল্য এনে দেবে।

তিনি কর্মশালার ফলোআপ কার্যক্রম সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এইগুলো:

১. কনসেপ্ট নোট(গুলি) ৮ অক্টোবর ২০১৭ এর মধ্যে পিকেএসএফ-এ জমা দিতে হবে।
২. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন সম্পর্কে আমাদের উচ্চ-স্তরের বিশেষজ্ঞ রয়েছে এবং প্রয়োজনে অভিযোজন সম্পর্কে তাদের মতামত নেওয়া দরকার।
৩. পিকেএসএফ "জলবায়ু সহনশীল আবাসন" বিষয়ে একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করবে।

পরিশেষে, জনাব মোঃ ফজলুল কাদের সকল অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

ক্রম না	নাম এবং পদবী	সংস্থা	ফোন	ইমেইল
1	ড. খাজা শামসুল হুদা নির্বাহী পরিচালক	ঢাকা আহছানিয়া মিশন	01711868178	kshuda46@gmail.com
2	ফিলিপ বিশ্বাস নির্বাহী পরিচালক	গ্রামীণ পুনর্গঠন ক্ষতি (RRF)	01713000926	admin@rrf-bd.org
3	শেখ নাজমুল হুদা পরিচালক	জাগ্রত যুব সংঘ (জেজেএস)	01712862115	nazmuljjs@gmail.com
4	মোঃ সাইফুল আলম পরিচালক	এসকেএস ফাউন্ডেশন	01713484401	director_se@sks-bd.rog
5	মোস্তফা কামাল নির্বাহী পরিচালক	ঝানজিরা সমাজ কল্যাণ সংঘ (জেএসকেএস)	01712192428	mustafa.kamal@jsks.org
6	মোঃ জিয়া উদ্দিন সরদার মনিটরিং, গবেষণা ও উন্নয়নের প্রধান	নওয়াবেকি গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)	01711231184	sarder.ziauddin@ngf-bd.org
7	মোঃ আব্দুর রহমান	আরডিআরএস বাংলাদেশ	01730328052	rahman@rdrsbangla.net
8	এস এম মুস্তাফিজুর রহমান নির্বাহী পরিচালক	উন্নয়ন	01715915508	unnayanngo@yahoo.com
9	মোঃ হুমায়ুন কবির	আইআরএস-জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	01922759616	humayan.ju@gmail.com

10	মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম	নজরুল স্মৃতি সংসদ (এনএসএস)	01720510563	shahidul.md@gmail.com
11	রুলিয়া পারভীন	জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচি (NDP)	01705434100	rulia@ndpbd.org
12	মোঃ দেলোয়ার ইসলাম সিনিয়র সমন্বয়ক	ইকো-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (ESDO)	01713149259	delwar.esdo@gmail.com
13	শাহনেওয়াজ কবির শাওন	উন্নয়ন প্রচেষ্টা	01723114936	unnpro07@gmail.com
14	মোঃ সেলিম উদ্দিন পরিচালক	ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (IDF)	01725720535	selimmss@yahoo.com
15	শামস উদ্দিন মোঃ রাফি	জনস্বাস্থ্যের জন্য এনজিও ফোরাম	01712210044	rafi@ngof.org
16	সন্তোষ চন্দ্র পাল পরিচালক	সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস)	01730011102	credit.sssho@yahoo.com
17	মোঃ ইউসুফ পরিচালক	সংগ্রাম	01712972589	sangramngo@yahoo.com
18	মোঃ শাহজাহান গাজী নির্বাহী পরিচালক	ডাক দিয়ে যায়	01711243388	info@ddjbd.org
19	নাজনীন আক্তার জোনাল ম্যানেজার	টিএমএসএস	01684640002	tmsseshq@gmail.com
20	মোঃ শাহ আলম খান সমন্বয়কারী	সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (SUS)	01739132727	kmsha.alam@yahoo.com
21	এম খায়রুল ইসলাম পরামর্শক	টিএমএসএস	01730735899	mkislman2003@gmail.com
22	রাদেন সিদ্দিকী পরিচালক	ফিউচার কার্বন লি.	01716707056	radeb@futurecarbon.co.uk
23	মোঃ ফজলুল কাদের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)	-	fazlulkader@gmail.com
24	সুষমা ভট্টাচার্য	ড্যাম		susomasyl@gmail.com
25	মোঃ রোকনুজ্জামান জিল্লুল্লা	গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)	01715948208	rokon@gukbd.net
26	মুস্তাফিজুর রহমান গবেষক	আইসিডিডিআর, বি	01777790159	mozizur.rahman@icddrb.org

অ্যানেক্স 2

স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ কর্মশালার কার্যবিবরণী

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার জন্য জলবায়ু সহনশীল আবাসন

তারিখ: ২৫ অক্টোবর ২০১৭

ভেন্যু: রুম নং ৩০৭, পিকেএসএফ ভবন

বাস্তবায়নকারী: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)

ভূমিকা:

"বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু সহনশীল আবাসন" বিষয়ে একটি স্টেকহোল্ডার পরামর্শ সভা ২৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে পিকেএসএফ ভবন, আগারগাঁও, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফের পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ। বিশেষ করে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে এনজিও প্রতিনিধিরা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

স্বাগত বক্তব্য

স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমদ। তিনি অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান এবং কর্মশালার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। মিঃ আহমেদ বলেন যে পিকেএসএফ GCF এর কাছে একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করছে যেখানে জলবায়ু-সহনশীল আবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট উপকূলীয় ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের জন্য সহনশীল আবাসন সংক্রান্ত একটি ধারণা তৈরি ও ডিজাইন করেছে। তিনি যোগ করেছেন, যে ঘরটি রূপান্তরমূলক সামাজিক সম্ভাবনার সাথে ডিজাইন করা হয়েছিল। এটি (ক) সামাজিক রূপান্তরের শক্তিশালী সম্ভাবনাসহ সহনশীল আবাসনের মালিকানার মাধ্যমে জনগণকে ক্ষমতায়ন করবে, বিশেষ করে ভূমিহীন দরিদ্রদের জন্য; (খ) মূল সম্পদ হিসাবে আবাসন প্রদান যার উপর দরিদ্র মানুষ গড়ে তোলে। স্থিতিস্থাপক ঘরগুলির একমাত্র বা যৌথ এনটাইটেলমেন্ট মহিলাদের ক্ষমতায়ন করবে এবং তাদের লিঙ্গ বৈষম্যের অন্যান্য দিকগুলিকে মোকাবেলা করতে সহায়তা করবে। ড. আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের উচ্চ জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবিত এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। জলবায়ুগত বিপদের মাত্রা, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতাংশ এবং জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে অত্যন্ত ভঙ্গুর আবাসন কাঠামোর উপস্থিতি বিবেচনা করে গ্রামগুলি নির্বাচন করা হবে। এরপর তিনি অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের ধারণা ও মতামত শেয়ার করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

কারিগরি অধিবেশন

প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর উপস্থাপনা

জনাব মোঃ রবি উজ্জামান, ডেপুটি ম্যানেজার, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট, পিকেএসএফ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য জলবায়ু সহনশীল আবাসনের ধারণা উপস্থাপন করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন কেন জলবায়ু সহনশীল আবাসন দরিদ্র এবং দুর্বল উপকূলীয় সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর ঘর কাদা এবং গোলপাতা বা মেলে দিয়ে তৈরি করা হয় যা তীব্র বৃষ্টিপাত, উপকূলীয় বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং ঝড়ের কারণে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

তিনি আরও বলেন, নিবিড় উপকূলীয় বন্যায় বসতবাড়ি প্লাবিত হয় এবং নিচু এলাকায় মাটির দেয়াল ও কাঞ্চা ছাদের ক্ষতি হয়। ঘূর্ণিঝড় ও ঝড়- কাঞ্চা বাড়ির ছাদ মুছে দেয়। জনাব রবি উজ্জামান যোগ করেন যে একটি বাড়ির ক্ষতি হলে খাদ্য, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, স্যানিটেশন ইত্যাদি সহ পরিবারের সম্পদের ক্ষতি হয়। তিনি আরও বলেন যে দরিদ্রদের প্রতি বছর তাদের আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তাদের বাড়ি পূর্ণনিমার্ণে ব্যয় করতে হয়। তাই তারা দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।

তারপর উপস্থাপক উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য জলবায়ু সহনশীল আবাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেছিলেন যে, উপকূলীয় অঞ্চলে, সহনশীল আবাসনের মধ্যে উত্থাপিত উচ্চতা স্তরের উপরে উত্থাপিত প্লিন্থগুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, ৪-৫ ক্যাটাগরির ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধে যথেষ্ট শক্তিশালী, স্থিতিস্থাপক স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং জলের প্রাপ্যতা। তিনি আরও বলেন, ঝড়ের হাত থেকে বাড়ি রক্ষার জন্য বসতবাড়ির আশেপাশে উপযুক্ত প্রজাতির গাছ লাগাতে হবে। এরপর তিনি স্থিতিস্থাপক বাড়ির নকশা উপস্থাপন করেন এবং ব্যাখ্যা দেন। এটি চিত্র ১ এবং ২ এ দেখানো হয়েছে।

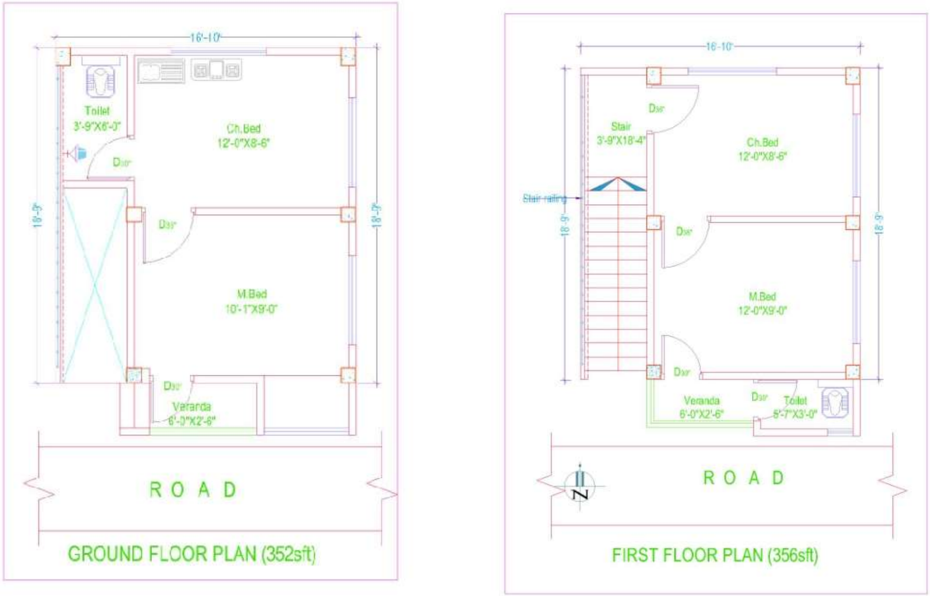

চিত্র ১: জলবায়ু সহনশীল আবাসনের নকশা

চিত্র ২: জলবায়ু সহনশীল আবাসনের 3-ডি দৃশ্য

তিনি ব্যাখ্যা দেন যে, এটি একটি দ্বিতল ভবন যার প্রতিটি তলায় দুটি কক্ষ রয়েছে। ভবনটি একটি উঁচু প্লান্টের উপর নির্মিত হবে। প্রকল্পটি শুধুমাত্র গ্রাউন্ড ফ্লোর নির্মাণে সহায়তা করবে। সুবিধাভোগীরা তাদের সক্ষমতা অর্জন করলে প্রথম তলাটি ভবিষ্যতে তাদের দ্বারা নির্মিত হবে। এই ভবনটি জরুরী পরিস্থিতিতে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই নকশাটি আরও বিবেচনা করে যে দরিদ্র লোকদের বাড়ি তৈরির জন্য কম জমি রয়েছে। এই ভবনের জন্য এক দশমিকের কম জমি প্রয়োজন।

জনাব রবি উজ্জামান জলবায়ু সহনশীল আবাসনের সুযোগ পেতে সুবিধাভোগীদের মানদণ্ডের উপরও দৃষ্টি আর্কষণ করেন। মানদণ্ড হল:

- কমপক্ষে ১ দশমিক নিজস্ব জমি
- বিদ্যমান বাড়িগুলি উচ্চ জোয়ারে প্লাবিত হয়
- কাঞ্চা বাড়িটি নাজুক অবস্থায় আছে
- দরিদ্র এবং অতি-দরিদ্র মহিলারা পরিবারের প্রধান
- সর্বনিম্ন আয়
- সীমিত জীবিকার বিকল্প

উপস্থাপনাটি সুবিধাভোগীদের নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপরও দৃষ্টি দেয় হয়:

- বড় দলে পরামর্শ
- পরিবারের প্রোফাইল প্রস্তুত করুন
- দলগত আলোচনার মাধ্যমে সুস্থতা বিশ্লেষণ
- খসড়া তালিকা প্রস্তুত করুন
- তালিকা যাচাইকরণ এবং
- অনুমোদনের জন্য চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকরণ

উন্মুক্ত আলোচনা

মুক্ত আলোচনা সঞ্চালনা করেন ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ, পরিচালক, পিকেএসএফ। গ্রামীণ পুনর্গঠন ফাউন্ডেশন (RRF) এর নির্বাহী পরিচালক জনাব ফিলিপ বিশ্বাস বলেছেন যে, আবাসন মালিকদের অবশ্যই জমির মালিক হতে হবে। তিনি বলেন, একটি পরিবারের সাধারণ জমির ক্ষেত্রে, আবাসন সমর্থনের জন্য আনুষ্ঠানিক জমির সীমানা নথিপত্র বাধ্যতামূলক করতে হবে। তিনি পরামর্শ দেন যে, সুবিধাভোগী পরিবারের প্রত্যেকের আর্থিক অবদানও বাধ্যতামূলক করা উচিত। তিনি আরও বলেন, ঘরগুচ্ছ ভিত্তিতে বা ব্যক্তিগত ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে।

জনাব সালেহ মাহমুদ, পরিচালক, রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (আরআইসি) মতামত দেন যে, সম্প্রদায়কে বাড়ি নির্মাণের জন্য মোট বিনিয়োগের ১০-১৫% দিতে হবে। ছাদের ঢাল যতটা সম্ভব দীর্ঘ হওয়া উচিত কারণ উপকূলীয় লোকেরা সাংস্কৃতিকভাবে দীর্ঘ ঢালু দিয়ে তাদের বাড়ি তৈরি করে যাতে তারা ভবিষ্যতে তাদের বাড়িগুলিকে প্রসারিত করবে। তিনি বাড়ি নির্মাণের জন্য স্থানীয় বা দেশীয় প্রযুক্তির উপর জোর দেন। আরসিসি ও কাঠকে স্থানীয় প্রযুক্তি হিসেবে গণ্য করা হবে। তিনি আরও পরামর্শ দিয়েছেন যে, তেঁতুল এবং পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গনেট লবণাক্ততা থেকে রক্ষা করতে এবং স্থায়িত্ব বাড়াতে নির্মাণ সামগ্রীর সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য ইটভাটায় নতুন ইট এবং অন্যান্য আবাসন সামগ্রী তৈরিতে মিষ্টি জল ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। তিনি বাড়ির দীর্ঘায়ু জন্য পূর্বনির্মাণ ইট বিবেচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, ফেরো-সিমেন্ট উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য ইটের বিকল্প হতে পারে।

অংশগ্রহণকারীরা যুক্তি দেখান যে, বাড়ি নির্মাণের খরচ বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তিত হয়। জনাব মাহমুদ বাজেটে মেরামত ব্যয়ের বিধান বিবেচনা করার পরামর্শ দেন। অংশগ্রহণকারীরা আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে, স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নলকূপ এবং স্যানিটারি ল্যাট্রিনের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব কঠোরভাবে অনুসরণ করা উচিত।

ডাক দিয়ে যায় (DDJ) এর নির্বাহী পরিচালক জনাব শাহাজান গাজী বাড়ি নির্মাণে ব্যবহার করার আগে CI শীট এবং নাট-বোল্ট ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। টিএমএসএস- এর জনাব খায়রুল ইসলাম মতামত দেন যে, উপকরণ সংগ্রহের সময় গুণমান এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সুবিধাভোগীদের জড়িত করা ভাল। বাড়ির আশেপাশে একটি গোয়ালঘর বা কিল্লা তৈরি করার পরামর্শও দেন তিনি। অংশগ্রহণকারীরা মতামত দেন যে বহু-মঞ্চিত বিল্ডিং বিবেচনা করা যেতে পারে, যদি নিচতলায় ঘর বাড়ানোর সুযোগ থাকে। উন্নয়ন প্রচেস্টা থেকে জনাব শাহনেওয়াজ কবির বাড়ি থেকে আয় রোজগারের বিকল্প রাখার পরামর্শ দেন। কিছু অংশগ্রহণকারী রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং বা নলকূপ-সংলগ্ন বাড়ির জন্য বিকল্পগুলির পরামর্শ দিয়েছেন। তারা চরম লবণাক্ত প্রবণ এলাকায় নিরাপদ পানীয় জলের জন্য ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছে। এনডিপি থেকে মিস রুলিয়া পারভিন মতামত দেন যে, গাছের চারা স্থানীয় প্রজাতি হবে যা লবণাক্ততা সহনশীল।
এ সময় ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করেন যে, দরিদ্রদের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ কার্যকর কি না। পপির পরিচালক মোঃ মশিউর রহমান বলেন, দরিদ্র মানুষ গৃহ নির্মাণ ঋণ দিতে পারে না। তবে জীবিকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে, তারা ঋণ নিতে রাজি হতে পারে কারণ এটি তাদের উপার্জনের উৎস তৈরি করবে।

সমাপনী অধিবেশন

সমাপনী অধিবেশনে, ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, পরিচালক, পিকেএসএফ এবং কর্মশালার সভাপতি বলেন যে, আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে এবং চূড়ান্ত প্রকল্প প্রস্তাবের জন্য সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা হবে। তিনি জানান যে এই প্রকল্পে এই কর্মশালার পরামর্শ ও সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তিনি কর্মশালায় সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান। এরপর তিনি কর্মশালার সমাপনী ঘোষণা করেন।

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

ক্রম না.	নাম এবং পদবী	সংস্থা	ফোন	ইমেইল
1	মোঃ ফজলুল কাদের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি)	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)	01711839441	fazlulkader@gmail.com
2	মোঃ সাইফুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো	ন্যাশনাল হাউজিং অথরিটি (NHA)	01711130416	se_co@nha.gov.bd
3	মোঃ তৌফিকুজ্জামান ডেপুটি চিফ আর্কিটেক্টক	ন্যাশনাল হাউজিং অথরিটি (NHA)	01712079027	aca_arch@nha.gov.bd
4	এম খায়রুল ইসলাম, পরামর্শক	টিএমএসএস	01730735899	mkislman2003@gmail.com
5	শেখ নাজমুল হুদা পরিচালক	জাগ্রত যুব সংঘ (জেজেএস)	01712862115	nazmuljjs@gmail.com

6	মোঃ জিয়া উদ্দিন সরদার পরিচালক	নওয়াবেকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)	01711231184	sarder.ziauddin@ngf-bd.org
7	ড. শরীফ আহমেদ চৌধুরী মহাব্যবস্থাপক	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন	01713039566	dr.sharif.chowdhury@gmail.com
8	জহির উদ্দিন আহমেদ এজিএম	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন	01844481331	zahiruddinpksf@gmail.com
9	এস এম মাস্তাফিজুর রহমান নির্বাহী পরিচালক	উন্নয়ন	01715915508	unnayanngo@yahoo.com
10	ড. ফাতেমা মেহের খান সহকারী অধ্যাপক	বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)	-	fmkhan@arch.buet.ac.bd
11	রুলিয়া পারভীন	জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচি (NDP)	01705434100	rulia@ndpbd.org
12	শাহনেওয়াজ কবির	উন্নয়ন প্রচেষ্টা	01723114936	unnpro07@gmail.com
13	মোঃ সেলিম উদ্দিন পরিচালক	ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (IDF)	01725720535	salim_mss@yahoo.com
14	সুষেমা ভট্টাচার্য	ড্যাম		susomasyl@gmail.com
15	আহসান হাবীব সিনিয়র রিসার্চ অফিসার	হাউস বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (HBRI)	01686885812	ahsan.habib@hbri.gov.bd
16	শামস উদ্দিন মোঃ রাফি	জনস্বাস্থ্যের জন্য এনজিও ফোরাম	01712210044	rafi@ngof.org
17	সন্তোষ চন্দ্র পাল পরিচালক	সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস)	01730011102	credit.sssho@yahoo.com
18	মোঃ আরিফুজ্জামান সিনিয়র রিসার্চ অফিসার (স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কনস্ট্রাকশন)	হাউস বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (HBRI)	01718632068	arifujjaman@hbri.gov.bd
19	মোঃ ইউসুফ পরিচালক	সংগ্রাম	01712972589	sangramngo@yahoo.com

20	মোঃ শাহজাহান গাজী নির্বাহী পরিচালক	ডাক দিয়ে যাই	01711243388	info@ddjbd.org
21	মোঃ শাহ আলম খান সমন্বয়কারী	সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (SUS)	01739132727	kmsha.alam@yahoo.com
	মো : সালেহ মাহমুদ, পরিচালক	রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (RIC)	-	
22	ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমদ পরিচালক	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন	01552310099	frsa1962@yahoo.co.uk
23	মোঃ মশিউর রহমান, পরিচালক	পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইনিশিয়েটিভস (পিওপিআই)	-	